নিজ পরিবারবর্গের প্রতি

আমার অসিয়্যত

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

নিজ পরিবারবর্গের প্রতি
আমার অসিয়্যত

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯

www.amarboi.org

নিজ পরিবারবর্গের প্রতি আমার অসিয়্যত

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ **আলহাজ্ব শামীম বিন সাঈদী**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই-২০০৭
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী- ২০০৯
তৃতীয় প্রকাশ ঃ - জানুয়ারী- ২০১৩

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার
৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ৬০ টাকা মাত্র।

www.amarboi.org

প্রকাশকের কৈফিয়ত

সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে শত কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং অগণিত দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি মানবতার সেই মহান মুক্তিদুত নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি, যাঁর ওপর আল্লাহ তা'য়ালা অবতীর্ণ করেছিলেন মানব জাতির জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং আল কুরআনের আলোকে তিনি একটি স্বর্ণালী রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে ছিলেন। তাঁর গড়া সেই কল্যাণ রাষ্ট্র ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বযুগে এবং সর্বকালের জন্য অনুসরণীয় হয়ে রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) যে মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পরে পবিত্র কুরআনের উক্ত মিশন সম্মুখের দিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি।

নবী করীম (সাঃ) এর বিদায়ের পরবর্তী প্রত্যেক যুগেই মুসলিম মিল্লাতের মধ্য থেকে আল কুরআনের সিপাহ্সালারগণ পবিত্র কুরআনের আলোয় আলোকিত রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা দু'পায়ে দলিত- মথিত করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীর অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্সীর **আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী** পবিত্র কুরআনের সিপাহ্সালারদেরই একজন। বর্তমান পৃথিবীর আধুনিক জাহিলিয়াতের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি পবিত্র কুরআনের প্রজ্জ্বল মশাল হাতে দেশ থেকে দেশান্তরে ক্লান্তিহীনভাবে আলো বিকিরণ করে যাচ্ছেন। সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি বিরামহীন গতিতে পবিত্র কুরআনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান পৃথিবীতে বোধহয় এমন কোনো দেশের অস্তিত্ব নেই, যেখানে বাংলাভাষী মানুষ নেই। আর যেখানেই বাংলাভাষী মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানেই সিডি, ভিসিডি, অডিও ক্যাসেট, টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বজ্র কণ্ঠে অনুরণিত হচ্ছে **আল্লামা সাঈদীর** নির্ভীক কণ্ঠস্বর। তিনি ঘনতমশাবৃত অন্ধকারে কুরআনের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছেন এবং সে আলোয় সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে অগণিত পথহারা মানুষ।

কিন্তু মহান আল্লাহর অমোঘ নিয়মে তিনিও একদিন এ পৃথিবী ত্যাগ করে মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে চলে যাবেন। আর এ বিষয়টিই সম্মুখে রেখে মানবতার একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ নবী করীম (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে তিনি নিজ

www.amarboi.org

পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়- স্বজনদের উদ্দেশ্যে **'অসিয়্যত'** লিখেছেন। তাঁর সে অসিয়্যত পুস্তিকারূপে **'নিজ পরিবারবর্গের প্রতি আমার অসিয়্যত'** শিরোণামে ছাপা হয়েছিলো এবং এ পুস্তিকা তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

কিন্তু তাঁর রচিত উক্ত অসিয়্যত যে কোনোভাবেই হোক দেশ-বিদেশে তাঁর ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই তা ফটোকপি করে নিজেরা যেমন সংরক্ষণ করেছেন তেমনি তা অন্যদের মধ্যেও বিতরণ করেছেন। কারণ পরম শ্রদ্ধেয় **আল্লামা সাঈদী** সাহেব কুরআন- হাদীসের আলোকে চমৎকার বিচক্ষণতার সাথে এমনভাবে অসিয়্যত রচনা করেছেন যা সকল মুসলমানের জন্যেই প্রযোজ্য। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মতো উক্ত অসিয়্যত ছাপার অক্ষরে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিলো না। কিন্তু উক্ত অসিয়্যত পুস্তক আকারে প্রকাশ করে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিয়ে সকলকে নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করার জন্য দেশ-বিদেশে অবস্থানরত তাঁর ভক্তবৃন্দ ও পাঠক- পাঠিকাদের পক্ষ থেকে তাঁর ও আমাদের কাছে অসংখ্য টেলিফোন ও চিঠি আসতে থাকে।

আমরা বাধ্য হয়ে **আল্লামা সাঈদী** সাহেবের কাছে তাঁর অসিয়্যত পুস্তক আকারে প্রকাশ করে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। প্রথম দিকে তিনি অনুমতি না দিলেও **'মানুষ উপকৃত হবে'** এ বিষয়টি সম্মুখে রেখে অবশেষে তিনি অনুমতি দিলেন– আল হাম্দুলিল্লাহ।

মহান আল্লাহর অসীম রহমতে আমরা তাঁর রচিত উক্ত অসিয়্যত ছাপার অক্ষরে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিলাম। তিনি যেভাবে অসিয়্যত রচনা করেছেন, একইভাবে সকল মুসলিমেরই উচিত নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্যে অসিয়্যত করে যাওয়া এবং এটি নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ অনুসরণের তাওফীক এনায়েত করুন– আমীন।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষে
বিনয়াবনত
আব্দুস সালাম মিতুল

www.amarboi.org

❐ যে কারণে লেখা হলো এই পুস্তিকা ❐

মানুষ মরণশীল, আজ হোক কাল হোক, কয়েক বছর পরে হোক, মরতে তাকে হবেই। মৃত্যুর ছোবল থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যিনি জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে এ দ্বারা তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন কর্মক্ষেত্রে কে (এখানে) তোমাদের মধ্যে বেশী উত্তম"। (সূরা মূল্‌ক-২)

এ কারণে মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকলে ব্যক্তির আমল ভালো হয়। আর মৃত্যুর কথা স্মরণে না থাকলে ব্যক্তির জীবন পরিচালনা পদ্ধতি খারাপ হতে বাধ্য। শয়তান তাকে বিপথগামী করবেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? জবাবে নবী করীম (সা:) বললেন, "লোকদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং তার জন্যে যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক, তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়স্থানে মর্যাদা লাভ করতে পারে"। –তাবারাণী

আমার পরিবারবর্গের প্রতি অসিয়্যত পুস্তিকাটিতে আমি আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা বিষয় আলোচনা করিনি। ওটা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় বন্টন হবে ইনশাআল্লাহ। এ পুস্তিকাটি লেখার উদ্দেশ্য আমার ভিন্ন। আরবী ভাষায় 'নসীহত' অর্থ সদোপদেশ, আর 'অসিয়্যত' শব্দের অর্থ বিশেষ জরুরী উপদেশ।

যেহেতু আমরা কেউ জানিনা যে কখন, কোথায় কিভাবে কি অবস্থায় আমাদের মৃত্যু ঘটবে, তাই আমার জীবদ্দশায় আমার পরিবার ভুক্তদের সেসব বিশেষ উপদেশ লিখিত আকারে রেখে যেতে চাই যা নবী করীম (সা:) উম্মতদের জন্য নির্দেশ করেছেন। এ পুস্তিকায় আমি পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে ৩২টি অসিয়্যত করেছি। এগুলো তোমরা এবং যে কোনো ঈমানদার পাঠক পাঠিকা আমল করবেন, তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জন করবেন ইনশাআল্লাহ।

www.amarboi.org

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ إِمْرِىءٍ مُّسْلِمٍ لَهُ مَايُوْصِى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِّيَتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ (بخارى و مسلم)

"রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, কোনো মুসলমানের জন্য উচিৎ নয় যে, লিখিত অসিয়্যত ব্যতীত তার দু'টি রাতও অতিবাহিত হয়"। (বুখারী, মুসলিম)

আমি উল্লেখিত পবিত্র হাদীসটির অনুসরণ করছি মাত্র।

আমি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আমি আমার জীবনের পড়ন্ত বেলায় আমার পরিবারবর্গের প্রতি অসিয়্যত লেখার পূর্বে আমি নিজে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ এক এবং লা-শারীক। তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, ইলাহ নেই, উপাস্য নেই, আইনদাতা নেই, বিধানদাতা নেই, তিনি ছাড়া সার্বভৌমত্বের মালিক কেউ নেই। বিশ্বনবী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) মহান আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তাঁর আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য করার শামিল এবং রাসূল (সা:) এর সাথে নাফরমানী আল্লাহর সাথে নাফরমানী করার সমপর্যায় ভুক্ত। আমার নামাজসহ আমার সকল ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার সবকিছুই মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা:) এর জন্য নিবেদিত।

أُوْصِىْ مَا تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِيْ وَذُرِّيَّتِيْ بِتَقْوَى اللّٰهَ وَاِصْلاَحَ ذَاتَ الْبَيْنِ وَطَاعَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَ أُوْصِيْ بِمِثْلِ مَا أُوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبِ (إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ)

"আমি অসিয়্যত করছি আমার উত্তরাধিকার, পরিবার-পরিজন ও সন্তান সন্ততিদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমে কল্যাণের অধিকারী হতে এবং নবী করীম (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য। আমি অসিয়্যত করছি ঠিক সেভাবে যেমনটি করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর বংশধরদেরকে। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য যে জীবন বিধান দান করেছেন তা অনুসরণ না করে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না"।

www.amarboi.org

আমার কলিজার টুকরা বুলবুল, শামীম, মাসউদ, নাসীম তোমাদেরকে, তোমাদের স্ত্রীদেরকে, তোমাদের সন্তানদেরকে এবং আমার ভাইবোন ও তাদের পরিবারবর্গকে উপদেশ দিচ্ছি, সেই উপদেশ যে উপদেশ দিয়েছিলেন সাইয়্যেদিনা হযরত আলী (রা:) তাঁর পরিবারবর্গকে। তিনি তাঁর অন্তিমকালে 'শাহাদাত' লাভের কিছু পূর্বে, প্রিয় হাসান- হুসাইন (রা:) কে ডেকে বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করো। নিজেদের মধ্যে বিবাদ- বিসম্বাদ করো না। আমি নবী করীম (সা:) কে এ কথা বলতে শুনেছি, নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা রোজা- নামাজের চেয়েও উত্তম"। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখবে। তাদের উপকার করবে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আর হ্যাঁ, ইয়াতীম, ইয়াতীমদের প্রতি দয়ার্দ্র দৃষ্টি রাখবে। তাদের মুখ মলিন করবে না। তোমাদের সামনে তাদেরকে ধ্বংস হতে দিওনা। প্রতিবেশীদের হক আদায় করবে।

আরো লক্ষ্য করো, ফকীর, মিসকিন, অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থীদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। তাদেরকে নিজ রুজির সাথী করে নিবে। আর সাবধান! তোমাদের অধীনস্থ কাজের লোকদের ব্যাপারে খেয়াল রাখবে। তাদেরকে কষ্ট দিবে না। মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের ব্যাপারে যদি তোমরা কারো পরওয়া না করো তাহলে আল্লাহ তা'য়ালাই তোমাদেরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। জাতি-ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মহান আল্লাহর বান্দা, তাদের প্রতি সদয় হবে। সকলের সাথে মুখে হাসি রেখে কথা বলবে এবং এটাই মহান মালিক আল্লাহর হুকুম। সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে।

পরস্পর মিলেমিশে মহব্বতপূর্ণ জীবন যাপন করবে। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না। সৎকাজ ও আল্লাহভীরুতার কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে। পাপ ও সীমালংঘন করার ব্যাপারে কাউকেই ক্ষমা করবে না। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলবে। কেননা মহান আল্লাহর শাস্তি ভয়ঙ্কর।

হে আমার প্রিয় পরিবারবর্গ! আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে রক্ষা করুন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে নবী করীম (সা:) এর আদর্শের ওপর বহাল রাখুন। আমি তোমাদের শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা কামনা করছি মহান মুনিবের দরবারে। প্রত্যহ নিয়মিত কুরআন বুঝে পড়তে ভুলবে না।

www.amarboi.org

اِنَّ فِى ذَالِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ- (سورة ق-٣٧)

"এর মধ্যে সে ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যার কাছে রয়েছে একটি জীবন্ত মন, অথবা যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে (সে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ) শুনতে চায়"। (সূরা কাফ-৩৭)

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ (سورة ق-٤٥)

(হে নবী!) অতপর এ কুরআন দিয়ে আপনি সে ব্যক্তিকে সদুপদেশ দিন যে আমার শাস্তিকে ভয় করে"। (সূরা কাফ-৪৫)

শেষ কথা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলবে। ধীরে সুস্থে অজু করবে। কেননা পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ হয় না। যথা সময়ে মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করবে। নির্দিষ্ট সময় হিসাব করে যাকাত আদায় করবে। আর যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার নামাজও কবুল হয় না। দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিচক্ষণতা কুরআন হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করো। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিবে না। ভাইয়েরা বৈঠকের মাধ্যমে পরামর্শ করে মহান আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতির মুকাবেলা করবে।

পারিবারিক দিক থেকে সর্বোপরি বড় কথা, তোমাদের গর্ভধারিণী মমতাময়ী মা ও শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মরহুম রাফিক বিন সাঈদী (রহ:) এর পরিবার তোমাদের জন্য পবিত্র আমানত। এ আমানতের খেয়ানত হয় এমন কোনো কাজ কেউ করবে না। তোমাদের সকলকে মহান আল্লাহর রহমতের আশ্রয়ে সোপর্দ করছি।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا-

"হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততিদের থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো (উপরন্তু) তুমি আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও"। (সূরা ফুরকান-৭৪)

www.amarboi.org

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ-

'হে আকাশসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই একমাত্র আমার অভিভাবক দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। (তোমার) একজন অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমার মৃত্যু দিও এবং (পরকালে) আমাকে নেক্‌কার মানুষদের দলে শামিল করো'। (সূরা ইউসুফ-১০১)

আমীন- ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

❐ যা বলতে চেয়েছি ❐

* যাদের জন্য লেখা এ অসিয়্যত
* পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
* পার্থিব জীবন ছায়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী
* মৃত্যু এক মহাসত্য- এ থেকে কেউ পালাতে পারবে না
* মৃত্যুর সময় এলে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না
* দুনিয়া পূজারী লোকেরা মৃত্যুর সময় আফসোস করবে
* মৃত্যুযন্ত্রণা অসহনীয় অবর্ণনীয়
* মৃত ব্যক্তির পরকাল যাত্রা
* পরকালের প্রস্তুতির জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার প্রয়োজন
* আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের করণীয়

www.amarboi.org

❋ ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে

❋ জান্নাতে আমরা মিলিত হবো

❋ মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ হাদীয়া নেই

❋ পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর সন্তানদের করণীয়

❋ মায়ের প্রতি সদাচারণ করবে

❋ পরিবারভুক্তদের সাথে ভালোবাসার বন্ধন অটুট রাখবে

❋ চরিত্রহীন লোকদের বন্ধু বানাবে না

❋ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক আদায় করবে

❋ সন্তানদের চরিত্র গঠনে কোরআনিক ফর্মূলা

❋ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলবে

❋ তওবা করা অভ্যাসে পরিণত করবে

❋ হালাল পন্থায় রুজি উপার্জন করবে

❋ সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে কোরআন বুঝে তিলাওয়াত করবে

❋ নামাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত বানাবে

❋ মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে

❋ সাংগঠনিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব দিবে

❋ আমার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি নসিহত

❋ অচেনা গন্তব্যের যাত্রী আমি

www.amarboi.org

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَعْلٰى وَالْوَلِيِّ الْمَوْلٰى، اَلَّذِى خَلَقَ فَاَحْيَاءَ وَحَكَمَ عَلٰى خَلْقِهٖ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ، وَالْبَعْثِ اِلٰى دَارِ الْجَزَاءِ، وَالْفَصْلِ وَالْقَضَاءِ، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ- اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কোনো ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে যে নির্দেশ দিয়ে থাকে শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে 'অসিয়্যত' বলে। আরবী ভাষায় অসিয়্যতের আভিধানিক অর্থ আদেশ প্রদান বা ভার অর্পণ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'কোনো মুসলমানের উচিত নয়, লিখিত অসিয়্যত ব্যতীত তার দুটো রাত অতিবাহিত হয়'। (আল হাদীস)

এটা এ জন্য বেশী জরুরী, কারণ যিনি মৃত্যুবরণ করছেন তার মৃত্যুর সময় আপন কেউ কাছে না-ও থাকতে পারে অথবা থাকলেও তার জবান বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা প্রয়োজনীয় কথা বলার মতো চিন্তা-চেতনা না-ও থাকতে পারে। সে জন্য অসিয়্যত লিখে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি শরীয়াতের সেই নির্দেশ অনুসরণ করছি মাত্র। এতে আপনজনদের ঘাবড়ে যাবার বা মন খারাপ করার কিছুই নেই।

www.amarboi.org

আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য লেখা এ অসিয়্যত

❒ মিসেস সালেহা সাঈদী (আমার জীবন সঙ্গিনী)

❒ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী (রহ:) {জ্যেষ্ঠ পুত্র}

❒ শামীম বিন সাঈদী (মেজ পুত্র)

❒ মাসউদ বিন সাঈদী (সেজ পুত্র)

❒ নাসীম বিন সাঈদী (ছোট পুত্র)

❒ সাইয়্যেদা সুমাইয়া ফারাজীয়া (বড় পুত্রবধু)

❒ সুলতানা পারভীন হীরা (মেজ পুত্রবধু)

❒ মাওলানা সাইয়্যেদা মারজানা যাবীন জাফরী (সেজ পুত্রবধু)

❒ সাজেদা রেজাঈ ফাতেমা (ছোট পুত্র বধু)

❒ তাসনূভা তামান্না সাঈদী (নাতনী)

❒ ইশরাত লুবায়না সাঈদী (নাতনী)

❒ হাফেজ মাহ্দী হোসাইন সাঈদী (নাতী)

❒ মুনাওয়ার হাসনাইন সাঈদী (নাতী)

❒ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সাঈদী (নাতী)

❒ মাহীর মানাযীর সাঈদী (নাতী)

❒ ইউসুফ নাযিল সাঈদী (নাতী)

❒ হুমায়রা মাহ্রীন সাঈদী (নাতনী)

❒ সাবিহা বিন্তে নাসীম সাঈদী (নাতনী)

আমার ভাই-বোন

❒ আলহাজ্জ মোস্তফা আহ্সান সাঈদী

❒ মিসেস ফাতেমা জামাল (হাওয়া)

❒ মীম হুমায়ুন কবীর সাঈদী

❒ এবং এদের স্ত্রী, স্বামী ও সন্তান-সন্ততি।

এ রকম 'অসিয়্যত' লিখিত আকারে যে কোনো মুমিন ব্যক্তি তার আপনজনদের জন্য অনুসরণ করতে পারেন এবং এ কাজটি করলে নবী করীম (সাঃ) এর একটি নির্দেশ পালনের সওয়াব আমলনামায় লেখা হবে।

www.amarboi.org

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়

প্রথমেই আমি বলে নিতে চাই এ পৃথিবী মানুষের জন্য এক ক্ষণস্থায়ী জায়গা, যার তুলনা চলে বাসের যাত্রী ছাউনি, ট্রেনের ওয়েটিং রুম বা এয়ার পোর্টের লাউঞ্জের সাথে। বাহন এসে গেলেই মাল-সামানা নিয়ে যাত্রী সাধারণকে তাতে আরোহন করতে হয়। কোনো নির্বোধ যাত্রীও ওয়েটিং রুমের মহব্বতে সেখানে বসে থেকে তার গন্তব্যে পৌছুবার বাস, ট্রেন, বিমান বা যে কোনো নির্ধারিত বাহন সে মিস্ করবে না। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য অবধারিত তার শেষ গন্তব্য আখিরাত বা পরকাল; আর দুনিয়া হচ্ছে সে গন্তব্যে পৌছুবার জন্য সাময়িক ওয়েটিং রুম। মৃত্যু হচ্ছে তার নির্ধারিত বাহন এবং কবর হচ্ছে পরকালীন জগতে প্রবেশের ভয়াবহ প্রথম ধাপ বা প্রথম স্তর।

সবথেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মানুষ তার চিরস্থায়ী আবাসস্থলকে বেমালুম ভুলে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নামক ওয়েটিং রুমের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এর মহব্বতে পাগলপারা হয়ে বলতে থাকে, 'মরিতে চাহিনা আমি এই সুন্দর ভুবনে'। তারপরেও এর মায়া ত্যাগ করে এক সময় দুনিয়া ছেড়ে যেতেই হবে এটাই নির্মম বাস্তবতা। পবিত্র কোরআন মজীদে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ– (سورة العنكبوت– ٦٤)

'আর এই দুনিয়ার জীবন শুধু একটি মন ভুলানোর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়! এ কথাটি যদি এরা জানতো।' (সূরা আনকাবুত- ৬৪)

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ– (سورت الانعام– ٣٢)

'দুনিয়ার এই জীবনটাতো একটি খেল-তামাশার বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকাল অতীব কল্যাণময় তাদের জন্য যারা আজ ধ্বংসের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, এরপরও কি তোমরা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিবে না?' (সূরা আনআ'ম- ৩২)

www.amarboi.org

وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مَتَاعٌ- (سورة الرعد- ٢٦)

'আর এই লোকেরা দুনিয়ার জীবনে আনন্দ ফূর্তিতে নিমগ্ন হয়ে আছে, অথচ দুনিয়ার জীবন পরকালের তুলনায় সামান্য পরিমাণ সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সূরা আর রা'দ-২৬)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ- (سورة التّوبة- ٣٨)

'তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছো? (যদি তাই হয় তাহলে জেনে রাখো) দুনিয়ার জীবনের এসব উপকরণ পরকালে খুব সামান্যই পাওয়া যাবে।' (সূরা আত তাওবা-৩৮)

অর্থাৎ দুনিয়ার সংগৃহীত দ্রব্য-সামগ্রী পরকালে কেনো কাজে আসবে না। মৃত্যুর সাথে সাথে এসব সুখ-সৌন্দর্য্য থেকে তুমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অতএব দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকা মুমিনের কাজ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ- (رواه مسلم)

'দুনিয়া সবুজ-শ্যামল সৌন্দর্য্য মন্ডিত এক চাকচিক্যময় স্থান। আল্লাহ তা'য়ালা তাতে তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। অতএব এখানে তোমরা কোন্ ধরণের কাজ করছো তা তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন।' (মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَشْعَرِى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ

www.amarboi.org

اَحَبَّ اُخِرَتِهٖ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاثِرُوا مَايَبْقٰى عَلٰى مَايَفْنٰى– (رواه بيهقى و ابن حبان)

'যে দুনিয়াকে ভালোবাসে সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালোবাসে সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। অতএব যা ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল তার ওপর যা স্থায়ী তাকেই অগ্রাধিকার দাও।' (বায়হাকী, ইবনু হিব্বান)

পার্থিব জীবন ছায়ার মতোই ক্ষণস্থায়ী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِى جَنْبِهٖ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ تَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً فَقَالَ مَالِى وَمَا لِلدُّنْيَا؟ مَا اَنَا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا– (رواه الترمذى)

'হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (সাঃ) খেজুর পাতার নির্মিত চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর দেখা গেলো তাঁর পবিত্র শরীর মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমরা নিবেদন করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার জন্য একটি নরম তোষক বানিয়ে দিই। জবাবে তিনি বললেন, দুনিয়ার (ভোগ-বিলাসের) সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি দুনিয়াতে একজন নিছক পথচারীর ন্যায়। যে চলার পথে একটি গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করে। এরপর তা ত্যাগ করে গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করে।' (তিরমিযী)

পার্থিব সুখ-সৌন্দর্যের জন্য পাগলপারাদের সতর্ক করে নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

فَوَاللّٰهِ مَا لْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَا فَسُوْهَا كَمَا تَنَا

www.amarboi.org

فَسُوْهَا فَتُلْهِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ- (رواه البخارى و مسلم)

'আল্লাহর কসম! তোমাদের জন্য আমি দারিদ্রের ভয় করিনা, বরং ভয় করছি তোমাদের সামনে পার্থিব প্রাচূর্য প্রসারিত করা হবে যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য করা হয়েছিলো। এরপর তোমরা পার্থিব প্রাচূর্য্য লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা লিপ্ত হয়েছিলো। এবং এটি তোমাদের ধ্বংস করবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিলো।' (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন-

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرِسَبِيْلٌ- (رواه البخارى)

'তুমি দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা একজন পথচারীর মতো হয়ে থাকো।'

অর্থাৎ একজন মুসাফির কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্যই সফরে বের হয় অল্প কয়েক দিনের জন্য, প্রয়োজনীয় যা কিছু সহজে বহনযোগ্য বোঝা তা সাথে বহন করে। এ দুনিয়াতেও তদ্রুপ একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষের আগমন আর এখানে তার অবস্থানও হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। ডাক পড়লেই এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে এ এক মহাসত্য। অতএব তাদের বিপুল পরিমান অর্থ-সম্পদের বোঝা বাড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ছাড়া কোনো লাভ নেই। কবির ভাষায়-

دنیا میں جتنے کماؤگے ہیرے اور موتی
یاد رکھو کفن میں جیب نہي ہوتی

অর্থাৎ 'দুনিয়াতে যত বিপুল পরিমান হীরা, মনি, মুক্তা অর্থ-সম্পদই উপার্জন করো না কেনো- মনে রেখো, কাফনের কাপড়ে পকেট থাকেনা। মরণের পরে সবকিছু ফেলে রেখে রিক্ত হাতেই ফিরে যেতে হবে, ওগুলোর কিছুই সাথে নেয়া যাবে না।'

প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনের নির্ধারিত মেয়াদকাল জমাট বাঁধা বরফের মতো দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে পরে আফসোস করে কোনো লাভ হবে না। এই মর্মে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٌ فِى

www.amarboi.org

ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا- (رواه احمد و ابن ماجه)

'আমার এবং দুনিয়ার উদাহরণ হলো সেই পথিকের ন্যায় যে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে। তারপর সেখান থেকে চলে যায়"। (আহ্মাদ, ইবনু মাজাহ্)

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَشَرُّالنَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، (رواه احمد والترمذى)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি উত্তম যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে এবং সুন্দর আমল করেছে। আর সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে কিন্তু খারাপ কাজ করে জীবনকে বরবাদ করেছে'। (আহ্মাদ, তিরমিযী)

মৃত্যু এক মহাসত্য- এ থেকে কেউ পালাতে পারবে না

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ-

'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তারপর তোমরা সকলে আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরা আনকাবুত-৫৭)

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ-

'(হে নবী!) এদেরকে বলুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো, (একদিন) সে মৃত্যুর সামনা-সামনি তোমাদের হতেই হবে।' (সূরা জুমুয়া-৮)

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ-

'তুমি যেখানেই থাকো- তা যদি দূর্ভেদ্য দুর্গও হয় তবুও মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করবেই।' (সূরা নিসা-৭৮)

মৃত্যুর সময় এলে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ، وَنَحْنُ

www.amarboi.org

اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ، فَلَوْلاَ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ، تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, 'এখন তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো এবং এই ধারণায় যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রাণ যখন তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়- আর তোমরা নিজেদের চোখে তা দেখতে থাকো যে সে মৃত্যুবরণ করছে, তখন তার নির্গমনকারী প্রাণকে ফেরৎ নিয়ে আসোনা কোনো? বরং তখন তোমাদের তুলনায় আমিই তার নিকটবর্তী হয়ে থাকি, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাওনা'। (সূরা ওয়াকিয়া-৮৩-৮৭)

দুনিয়া পূজারী লোকেরা মৃত্যুর সময় আফসোস করবে

পৃথিবীতে শুধুমাত্র ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগাড়ের জন্য যারা বৈধ-অবৈধ পথে অর্থ সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত থেকেছে, মৃত্যুর সময় তারা আক্ষেপ করে বলবে-

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ، لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ- (سورة المؤمنون، ١٠٠، ٩٩)

'তাদের যখন মৃত্যু আসে তখন তারা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু সময় দাও, যাতে আমি কিছু সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।' (সূরা মু'মিনুন-৯৯-১০০)

দুনিয়া পূজারী লোকদের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ، فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ-

'যে রিযক আমি তোমাদের দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করো এর পূর্বে যে তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে যাবে আর বলবে, হে আমার রব! তুমি আমাকে আরো

www.amarboi.org

কিছুটা সময় দিলেনা কেনো? তাহলে আমি দান-সাদাকাহ্ করতাম এবং নেক্কার চরিত্রবান লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।' (সূরা মুনাফিকুন-১০)

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا، وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ م بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

'অথচ যখন কারো কর্ম সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত এসে যায় তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আর মোটেই অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা'য়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল।' (সূরা মুনাফিকুন-১১)

মৃত্যুযন্ত্রণা অসহনীয় অবর্ণনীয়

মৃত্যুযন্ত্রণা অকল্পনীয়- অবর্ণনীয় কঠিন যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। কম হোক বেশী হোক–এ যন্ত্রণা সবাইকে সহ্য করতেই হবে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ-

'অতঃপর লক্ষ্য করো, এই মৃত্যুযন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে উপস্থিত। এ হচ্ছে সেই মহাসত্য যে মৃত্যু থেকে পালাচ্ছিলে'। (সূরা ক্বাফ-১৯)

'পরম সত্য উপস্থিত' অর্থাৎ এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তোমার পরকালীন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হবে, যাকে তোমরা অনেকেই অস্বীকার বা মিথ্যা বলে মনে করতে।

মৃত্যু কোনো সহজ বিষয় নয়, তবে মুমিনের মৃত্যু কম কষ্টকর হবে এবং এতে থাকবে মুমিনের জন্য শান্ত্বনা ও অভয়বাণী। পবিত্র কোরআন মজীদে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ- (سورة حم السّجد، ٣٠)

'নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব অতঃপর এ কথার ওপর অবিচল থাকে; মৃত্যুর সময় তাদের কাছে ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়ে বলে, ভয় করো না, চিন্তা করো না বরং তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' (সূরা হা- মীম আস্ সিজ্দা-৩০)

www.amarboi.org

মৃত্যুর সময় নবী করীম (সাঃ) পানিতে বার বার হাত ভিজিয়ে নিজের পবিত্র মুখমন্ডলে লাগাচ্ছিলেন আর বলছিলেন–

لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ– (رواه البخارى)

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যুতে রয়েছে বড়ই কষ্ট।'

মৃত্যুকালে মুমিনগণ ফিরিশ্তার কাছ থেকে সালাম পায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ–

'সেই মুত্তাকীদের যাদের রুহ্ পবিত্র অবস্থায় থাকে ফিরিশ্তারা তাদের জান্ কবজ করার সময় বলে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো তোমাদের আমলের বিনিময়ে।' (সূরা আন্ নাহ্ল-৩২-৩৩)

নাস্তিক, মুরতাদ, মুনাফিক, কাফির এবং মহান আল্লাহর বিধান লংঘনকারীদের মৃত্যুকালীন অবস্থা হবে উল্লেখিত বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মৃত্যুর সময় থেকেই তাদের শাস্তি শুরু হয়। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন–

وَ لَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ، ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ– (سورة الانفال، ٥٠–٥١)

'তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে যখন ফিরিশ্তারা কাফিরদের রুহ্ কবজ করছিলো; তারা ওদের মুখমন্ডলে ও পশ্চাতে আঘাত করছিলো আর বলছিলো, এখন আগুনে জ্বলার শাস্তি ভোগ করো। এটা সেই শাস্তি যা তোমাদের কৃতকর্মের পাওনা। নতুবা আল্লাহ তা'য়ালা তো বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।' (সূরা আন্ফাল- ৩২-৩৩)

মৃত ব্যক্তির পরকাল যাত্রা

মৃত্যুর পর মরদেহকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, কাউকে অনাড়ম্বর ভাবে আবার কাউকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার দিয়ে। কিভাবে দাফন করা হলো, জানাযায় কত সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করলো, কতবার জানাযা হলো, কত বার তোপধ্বনি

www.amarboi.org

হলো বা কত ফুলের তোড়া দেয়া হলো, এগুলোর কোনোই গুরুত্ব নেই। কারণ এসব কর্মকান্ডের সাথে মৃত ব্যক্তির শান্তি বা অশান্তির কোনোই যোগসুত্র নেই।

মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে সে পছন্দ করে তাকে তাড়াতাড়ি দাফন করা হোক, আর বদকার হলে সে অস্থিরতা বোধ করে, কারণ উভয়েই তাদের পরিণতি সম্পর্কে অনুভব করতে পারে। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِى وَاِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ الاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ، (رواه البخارى)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জানাযার লাশ যখন খাটিয়ার ওপর উঠিয়ে লোকেরা বহন করে কবরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে সে বলতে থাকে, আমাকে নিয়ে দ্রুত চলতে থাকো (অর্থাৎ আমার দাফন ক্রীয়া দ্রুত সম্পন্ন করো) আর বদকার হলে সে চিৎকার করে বলতে থাকে আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? মানুষ ব্যতীত সবাই এ চিৎকার শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতে পেতো তাহলে জ্ঞানহারা হয়ে যেতো।' (বোখারী)

মৃত্যুর পর আখিরাতের জগতে প্রবেশের প্রথম মঞ্জিল কবরের ভয়াবহতা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقَبْرُ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ وَاللّٰهِ مَا رَ أَيْتُ مَنْظَرَ قَطُّ اِلاَّ وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ، (رواه احمد)

'আখিরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর হলো প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ কবর নামক মঞ্জিল সহজে অতিক্রম করতে পারে তার জন্য অবশিষ্ট মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করা

www.amarboi.org

সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি কবরেই গ্রেফতার হয়ে যায় তাহলে এরপরের মন্‌জিলসমূহ তার জন্য আরো কঠিন হবে। আল্লাহর কসম! আমি যতটা লোমহর্ষক, বিভিষীকাময় ভীতিকর দৃশ্য দেখেছি এর মধ্যে কবর হচ্ছে সব থেকে বেশী ভয়ঙ্কর।' (আহ্‌মাদ)

কবর সম্পর্কে আরেকটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ– (رواه الترمذى)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কবর হলো জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত।' (তিরমিযী)

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ– (رواه البخارى)

'মৃতের সাথে তিনটি জিনিস তার কবর পর্যন্ত যায়। এক. মৃতের পরিবার পরিজন। দুই. ধন-সম্পদ। তিন. আমল। কিন্তু তাকে দাফনের পর তার পরিবার- পরিজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে। সাথে থাকে শুধু আমল।' (বোখারী)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা কিভাবে আনন্দ-ফূর্তি করবো!

اَلْمَوْتُ مِنْ وَّرَاءِ نَا وَالْقَبْرُ اَمَامَنَا وَالْقِيَامَةُ مَوْعِدُنَا وَعَلَى جَهَنَّمَ طَرِيْقُنَا وَبَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ مَوْقِفُنَا–

'মৃত্যু আমাদের পেছনে ধাবমান, কবর আমার সামনে মুখ হা করে আছে, কিয়ামত আমাদের প্রতিশ্রুত সময়সীমা, জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পারের কঠিন পরীক্ষা এবং আল্লাহ তা'য়ালার সামনে দাঁড়িয়ে করতে হবে জবাবদীহীতা।'

সুতরাং পৃথিবী খেল-তামাশার জায়গা নয়, এ কথা সকলকে প্রত্যেক মুহূর্তে মনে রেখেই ক্ষণস্থায়ী এ জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

www.amarboi.org

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ (رواه الترمذى)

'প্রকৃতপক্ষে সেই বুদ্ধিমান যে নিজের নাফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নিজের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে সুন্দর করার জন্য নেক কাজ করেছে, পক্ষান্তরে নির্বোধ ও অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নফ্সের অধীনে ছেড়ে দিয়ে অযথা আল্লাহ্র রহমতের আশা করেছে।' (তিরমিযী)

পরকালের প্রস্তুতির জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার প্রয়োজন

প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনের মেয়াদকাল ফুরিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে অথচ পরকালের জন্য নেকী সঞ্চয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই চেতনাহীন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ اِلاَّ نَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لاَيَكُوْنَ ازْدَادَ وَاِنْ كَانَ مُسِيْاً نَدِمَ اَنْ لاَيَكُوْنَ اِسْتَعْتَبَ– (رواه الترمذى)

'এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে মৃত্যুর পরে অনুতাপ করবে না। (সাহাবায়ে কেরাম) প্রশ্ন করলেন, মৃতের সে অনুতাপ কি? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে সে লজ্জা বোধ করবে কেনো সে আরো নেক কাজ করলো না। আর গোনাহ্গার হলে সে লজ্জা বোধ করবে কেনো সে তার গোনাহের জন্য অনুতাপ করেনি।' (তিরমিযী)

কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রিয় স্বজনেরা!

এতক্ষণ যা কিছু বর্ণনা করা হলো এটাই হলো মোহময় এ পৃথিবীর আসল চেহারা। মৃত্যুর বিভিষীকা ও পরকালের কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কিত পবিত্র কোরআন- হাদীসের এ ধরণের অসংখ্য অকাট্য দলিল আমাকে অহরহ তাড়িয়ে বেড়ায়। আমি যে বিষয়ের যোগ্য নই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাথেকে অনেক বেশী নে'মাত দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন, অসংখ্য মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা দিয়ে আমায় ঋণী

www.amarboi.org

করেছেন, যার শোকর আদায় করা আমার মতো অধম বান্দার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তিনি যদি দয়া পরবশে কঠিন হাশরের ময়দানে আমাকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেন সেটাই হবে আমার বড় পাওনা। আমার রব-এর মহান দরবারে এটাই আমার প্রাণ উজাড় করা আকুতি।

আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের করণীয়

পবিত্র কোরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যু এক অবশ্যম্ভাবী মহাসত্য। মৃত্যুর হাত থেকে আমরা কেউ রেহাই পাবোনা। সুতরাং আজ হোক কাল হোক বা কয়েক বছর পর হোক আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে আমাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ জন্যে আমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অগ্রিম কিছু অসিয়্যত লিপিবদ্ধ করে রাখা আমার একান্ত কর্তব্য।

আমার মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'য়ালা আমার পরিবারের যেসব সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনকে আমার পাশে থাকার সুযোগ দিবেন তাদের করণীয় ঃ

এক ঃ আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারলেই নিজেরা একটু শব্দ করে আমাকে শুনিয়ে –

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ–

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পড়তে থাকবে– যাতে করে আমার মৃত্যু কালেমা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নসীব হয়- আমীন, ছুম্মা আমীন- ইয়া রাব্বাল আলামীন! নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ كَانَ اٰخِرَ كَلَامِهٖ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، (رواه ابى داؤد)

'যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আবু দাউদ)
এ সময়ে আমার মাথার কাছে বসে কেউ সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে। এতে মৃত্যুর কষ্ট কম হবে। (আল হাদীস)

দুই ঃ আমার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর সবাই পড়বে–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–

'আমরা তো আল্লাহর জন্যেই, আমাদের তো (একদিন) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা-১৫৬)

www.amarboi.org

* এরপর আমার চোখ দুটো বন্ধ করে দিবে। মুখ হা- করা অবস্থায় থাকলে থুত্নীর নীচ থেকে মাথার ওপর নরম কাপড় দিয়ে আলতোভাবে বেঁধে দিবে। যাতে মুখ খোলা না থাকে। হাত- পা সোজা করে দিবে। মাথার নীচ থেকে বালিশ সরিয়ে ফেলবে এবং চেহারা কিব্লার দিকে কাৎ করে দিবে।

ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে

* আল্লাহর শপথ! তোমরা কেউ-ই আমার জন্য শব্দ করে কাঁদবে না। মাথায়, কপালে, বুকে হাত মেরে আর্তনাদ বা হা-হুতাশ করবে না। নবী করীম (সাঃ) এ ধরণের জাহেলী আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আমার ইন্তেকালের পরে তোমরা যদি এ ধরণের জাহেলী আচরণ করো তাহলে আমার রুহের শান্তি হতে পারে– নিশ্চয়ই তোমরা তা কামনা করবে না। আপনজনের বিয়োগ বেদনায় চোখে পানি থাকা স্বাভাবিক কিন্তু মুখে কোনো শব্দ থাকবে না। এ সময় তোমরা চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিবে এবং একে অপরকে ছবর করার জন্য উপদেশ দিবে। স্মরণে রাখবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালার সিদ্ধান্তের ওপর রাজী থাকা ব্যতীত গোলামদের কিছুই করার থাকে না।

আমার পরিবারে আমি কারো স্বামী, কারো পিতা, কারো ভাই, কারো চাচা, কারো মামা, কারো শ্বশুর এবং কারো প্রিয় দাদাজী। তোমাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে আমার করণীয় অনেক দায়িত্ব ছিলো। আমি সেসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

এতদসত্বেও আমার চীর বিদায়ে তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক হবে। আমাকে যে যতো বেশী ভালোবাসতে তার কষ্টের বোঝা ততো বেশী ভারী হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এ বিষয়ে তোমাদের ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার পরিবারে তোমরা সবাই আমাকে ভালোবাসো এবং শ্রদ্ধা করো। সুতরাং আমার চীর বিদায়ে তোমাদের শোকের বোঝা কতটা ভারী হবে তা এখনই বুঝতে আমার কষ্ট হবার কথা নয়।

স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা ও হৃদয়ের কোমলতা মহান আল্লাহর দয়া বিশেষ। এথেকে যে বঞ্চিত সে আল্লাহর করুণা থেকেই বঞ্চিত। নবী করীম (সাঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকালে রাসূল (সাঃ)-এর চোখের পানিতে দাড়ি মোবারক ভিজে ছিলো কিন্তু মুখে কোনো আওয়াজ ছিলো না এবং এটাই নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা। মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিম্নোক্ত বাণী স্মরণে রাখবে–

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ– وَمَنْ يُّؤْمِنْ م
بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ، وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ–

www.amarboi.org

'আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত (কোনো) বিপদই আসে না; যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ তা'য়ালা সকল বিষয়েই পরিজ্ঞাত।' (সূরা তাগাবুন-১১)

সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে বিপদ আসার তা আসবেই, এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তাই একথা বলা যাবে না যে, ঢাকায় চিকিৎসা না করায়ে সিঙ্গাপুর বা ব্যাংকক নিলে ভালো হতো বা এটা করলে ওটা হতো। এসব অভিযোগ বা অভিমান সূচক কোনো শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। ধৈর্য্যেই এখানে সর্বোচ্চ শক্তিশালী হাতিয়ার। আমার চির বিচ্ছিন্নতায় শুধু পড়তে থাকো–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–

'আমরা তো আল্লাহর জন্যেই, আমাদের তো (একদিন) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা-১৫৬)

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হারিয়ে পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেন–

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ–

'সে (আরো) বললো, আমি তো আমার (অসহনীয়) যন্ত্রণা, আমার দুশ্চিন্তা (-জনিত অভিযোগ) আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই নিবেদন করি।' (সূরা ইউসুফ-৮৬)

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ–

'সুতরাং (এ অবস্থায়) পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করাই আমার জন্যে ভালো; আল্লাহ তা'য়ালাই (হচ্ছেন আমার) একমাত্র সাহায্যস্থল।' (সূরা ইউসুফ-১৮)

বিপদে ছবরকারীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ–

'তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ করো তাহলে অবশ্যই ধৈর্য্য ধারণকারীদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে।' (সূরা নাহ্‌ল-১২৬)

বিপদ-মুসিবতে, শোকে-দুঃখে যারা ধৈর্য্য অবলম্বন করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন–

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ، اُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ–

www.amarboi.org

'যারা ধৈর্য্য অবলম্বন করেছে এবং আমলে সালেহ্ (নেক কাজ) করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান।' (সূরা হূদ-১১)

সুতরাং আমার মৃত্যুতে হা-হুতাশ করার কিছুই নেই। কারণ যেটা স্বাভাবিক ছিলো, ঘটিতব্য ছিলো, যথার্থ ও অবশ্যম্ভাবী এবং অবধারিত ছিলো তাই ঘটে গেলো। আল্লাহ তা'য়ালা সবথেকে ভালো জানেন এবং তোমরাও আমাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছো, আমি সারাটি জীবন আমার মনিব মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলার চেষ্টা করেছি। পৃথিবীর বস্তুগত ধন-সম্পদের প্রতি আমি নির্লোভ থেকে জীবন ধারণের জন্যে হালাল উপায়ে যতটুকু সম্ভব হয়েছে তা উপার্জন করেছি। আমার পার্থিব উপার্জন আমি তোমাদের জন্যে রেখে শূন্য হাতে ফিরে যাচ্ছি। নবী করীম (সাঃ) বলেন–

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ–

'যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তিনটি আমল ছাড়া সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। এক. সাদাকায়ে জারীয়াহ্। দুই. এমন দ্বীনি জ্ঞান যা অপরের উপকার করে। তিন. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' (মুসলিম)

মৃত্যুর পরে এমন এক জগতের দিকে আমার যাত্রা, যেখানে আমাকে পৃথিবীর জীবনের সকল কর্মের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। আমি জানিনা, আমার সর্বশেষ পরিণতি কি হবে! আমার মৃত্যুতে শুধু চোখের পানি না ফেলে তোমরা সকলেই আমার জন্যে মহান মালিকের দরবারে ফরিয়াদ জানাবে, আল্লাহ তা'য়ালা যেনো আমার হিসাব সহজ করে দেন। যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীতে তাঁর দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ লাভ করেছেন, সেই তালিকার একেবারে নীচের দিকে হলেও যেনো তিনি একান্ত দয়া পরবশে আমার নামটি লিখে রাখেন।

এই পৃথিবীর জীবনে আমি তোমাদের মতো আপনজন কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকতাম। তোমাদের সকলের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মায়া-মমতা আমাকে প্রতি ক্ষণে সিক্ত করতো। মৃত্যুর পর আমাকে একেবারে নিঃসঙ্গ- একাকী অবস্থায় কবরের জগতে প্রবেশ করতে হবে। যেখানে আমল ব্যতীত সঙ্গী বলতে আর কোনো কিছুই থাকবে না। আমার মালিক আমার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তার কতটা পালন করে জীবনে কি পরিমাণ পূণ্য সঞ্চয় করতে পেরেছি, আমার পূণ্য কাজসমূহের কতটুকুই বা আমার মনিব মঞ্জুর করেছেন, আমার মালিক আমার সাথে কি ধরণের

www.amarboi.org

আচরণ করবেন– এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা ও অদেখা এক জগতের মধ্যে ভীত-কম্পিত ও সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়েই আমার যাত্রা শুরু হবে।

আমি আতঙ্কিত, শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত, চিন্তান্বিত কিন্তু হতাশ নই। আশাবাদী– আমি অধিক আশাবাদী, আমার রব আমার মালিক করুণাময়, মেহেরবান, ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী, অপরাধ ক্ষমাকারী আর এ জন্যেই আমি আশাবাদী। আমি তাঁর গোলাম এবং একমাত্র তাঁরই করুণার ভিখারী। তিনিই তো কোরআনের মাধ্যমে তাঁর গোলামদেরকে জানিয়েছেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ– (سورة الزمر، ٥٣)

'(হে নবী) আপনি (তাদের) বলুন, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছো, তারা আল্লাহ তা'য়ালার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না।' (সূরা যুমার-৫৩)

অকল্পনীয় কঠিন হাশরের ময়দানে বিচারের দিনে আমার মালিক, মুনিব, আমার রব, রহ্মানুর রাহীম, গাফুরুর রাহীম আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত দয়া পরবশে পৃথিবীতে আমার জীবনকালে আমার দ্বারা সংঘটিত ভুল-ত্রুটি ও অন্যায়-অপরাধমূলক কাজসমূহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে যদি তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে আমার জন্য জান্নাত ভিক্ষা দেন, সেটা হবে আমার মালিকের পক্ষ থেকে আমার জন্যে মহাসৌভাগ্যের বিষয়।

জান্নাতে আমরা মিলিত হবো

তোমরা যদি পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে ঈমানের মওত লাভ করতে পারো, তাহলে আমরা সবাই আখিরাতের জীবনে জান্নাতে মিলিত হতে পারবো। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা রয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ– (سورة الطور، ٢١)

'যেসব মানুষ নিজেরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি (সেদিন জান্নাতে) তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতামাতার) সাথে মিলিয়ে দিবো'। (সূরা তুর-২১)

www.amarboi.org

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ-

'তারা এবং তাদের স্ত্রীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসবে'। (সূরা ইয়াসীন-৫৬)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَاوَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ-

'(সে তো হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত সেখানে তারা নিজেরা (যেমনি) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাদের পিতা-মাতা-তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও প্রবেশ করবে'। (সূরা আর রা'দ-২৩)

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ-

'জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে (তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য) ফিরিশ্‌তারাও তাদের কাছে আসবে'। (সূরা আর রা'দ-২৩)

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

'(তারা বলবে) আজ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যে পরিমাণ ধৈর্য্য ধারণ করেছো (এটা হচ্ছে তার বিনিময়), আখিরাতের ঘরটি কতই না উৎকৃষ্ট'। (সূরা আর রা'দ-২৪)

তিন ঃ আমার মৃত্যুর পর যথা সম্ভব দ্রুত গোসল ও কাফন- দাফনের ব্যবস্থা করবে। আমার আত্মীয়-স্বজন, ওলামায়ে কেরাম, জামায়াত-শিবিরসহ নেক্‌কার লোকদের খবর দিবে। যাতে তারা আমার জানাযায় অধিক সংখ্যক শরীক হতে পারেন। জানাযায় লোক বেশী হলে মাইয়্যেত বেশী দোয়া পায়।

চার ঃ ঢাকায় যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে বাড়ীর ছাদে পর্দা সহকারে গোসলের ব্যবস্থা করবে। গোসলের বিষয়াদি নেক্‌কার বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোকদের দিয়ে সম্পন্ন করবে। যিনি কোনো মঙ্গলজনক অবস্থা দেখলে প্রকাশ করবে, আর মন্দ অবস্থা দেখলে গোপন করবে।

পাঁচ ঃ গোসলের পর পরিষ্কার পবিত্র সাদা কাপড়ে মিস্‌ক আম্বরের সুগন্ধি লাগিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করবে এবং কিছুক্ষণের জন্যে আমার লাশ আমার পড়ার রুমে রাখবে, যাতে বাড়ির মহিলারা আমাকে শেষ বারের মতো দেখে দোয়া করতে পারে। আর যদি আমার শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হয় তাহলে আমাকে গোসল না দিয়ে

www.amarboi.org

পরিহিত কাপড়সহ শরীরের ওপর লম্বা একখানা সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবে- নতুন কোনো কাফনের প্রয়োজন হবে না।

ছয় ঃ আমার মৃত্যু যদি মক্কা শরীফ অথবা মদীনা মুনাওয়ারায় হয় তাহলে তা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। ওখানেই কাফন- দাফন হবে। অন্যথায় আমার মৃত্যু যেখানেই হোক, আমার লাশ আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনী প্রতিষ্ঠান খুলনা দারুল কুরআন ছিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা ও মসজিদের মাঝখানে সংরক্ষিত স্থানে দাফন করবে ইনশাআল্লাহ। লাশের সাথে মহিলাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি কথা বলে রাখতে চাই, আমার মৃত্যুর পরে আমার নিজ সংরক্ষিত কিতাবাদির যেগুলো তোমাদের প্রয়োজন নেই, শুধু শুধু তা আলমারীতে না রেখে সেগুলো খুলনা দারুল কুরআন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসায় ওয়াক্‌ফ করে দিবে এবং আমার ব্যবহৃত জামা-কাপড় যা তোমাদের পসন্দের তা রেখে অবশিষ্টগুলো আমার মুহাব্বতের ওলামায়ে কেরামকে হাদীয়া দিবে।

সাত ঃ দাফন কার্য্য সমাধা হলে আমার জন্য দোয়া ও ইস্তেগ্‌ফার করবে। একে বারেই শূন্য হাতে আমি আমার রব-এর কাছে ফিরে যাচ্ছি, আমার নিজের জন্য আমি ভীত-সন্ত্রস্ত। আমার রব আমার প্রতি যেনো রাজী- খুশী থাকেন সে জন্য বেশী বেশী দোয়া প্রয়োজন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَسْئَلُوا لَهُ التَّثْبِيْت فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْئَالُ-

'তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং তার (ঈমানের ওপর) অটল থাকার জন্য দোয়া করো। কারণ এ মুহূর্তে তাকে প্রশ্ন করা হবে'। (আবু দাউদ)

যেমন এই দোয়া করবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ عِنْدَ الْمَسَالَةِ، اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْاٰخِرَةِ كَمَا ثَبَّتْهُ فِى الدُّنْيَا، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَاَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَاتَضَلَّنَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ وَلِسَائِرِالْمُسْلِمِيْنَ-

www.amarboi.org

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, প্রশ্নের সময় তাকে দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! সেই মজবুত কথা (কালিমাহ্) এর ওপর তাকে আখিরাতে দৃঢ় ও অটল রাখুন, যেভাবে তাকে দুনিয়াতে রেখেছিলেন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন, তাকে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে মিলিত করুন। তার মৃত্যুর পর আমাদের পথভ্রষ্ট করবেন না, তার পুণ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না, তার ইন্তেকালের পর আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবেন না। তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং সকল মুসলমানদের ক্ষমা করে দিন'।

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ হাদীয়া নেই

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلاَّ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ- (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

'হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কবরে দাফনকৃত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির মতো– যে বাঁচার জন্য আর্তচিৎকার করতে থাকে। অনুরূপ উপায়হীন কবরওয়ালা অপেক্ষা করতে থাকে তার পিতা-মাতা, ভাই অথবা বন্ধু-বান্ধবের (আপনজনদের) পক্ষ থেকে কেউ তার জন্য রহমত মাগফিরাতের দোয়া করে। যদি কেউ তার জন্য অনুরূপ দোয়া করে তাহলে তা কবরবাসীর জন্য দুনিয়া এবং তার মধ্যস্থিত সব কিছুর চাইতে প্রিয়তর হয়। দুনিয়াবাসীদের পক্ষ থেকে যে দোয়া করা হয় তা কবরবাসীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে পাহাড় সমতুল্য করে দেয়া হয়। আর কবরবাসীর জন্য দুনিয়াবাসীর পক্ষ থেকে দোয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ হাদীয়া আর কিছুই নেই।' (বায়হাকী শুআ'বুল ঈমান)

www.amarboi.org

পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর সন্তানদের করণীয়

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَىْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّ هُمَا قَالَ نَعَمْ: خِصَالُ اَرْبَعٌ الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِ هِمَا وَاَكْرِمُ صَدِيْقِهِمَا-

'হযরত আবি উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরও কি এমন কোনো পন্থা রয়েছে, যা অবলম্বন করলে আমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ পারো। এর চারটি পন্থা রয়েছে। এক. পিতা-মাতার জন্য দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। দুই. তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ অসিয়্যত পূরণ করা। তিন. পিতার ঘনিষ্ঠজন, বন্ধু এবং মাতার প্রিয়জন ও বান্ধবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং (সাধ্যানুযায়ী) সেবা-যত্ন করা। চার. পিতা-মাতার আত্মীয়- স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণ বজায় রাখা।' (আল আদাবুল মাফরুজ)

আট ঃ দাফন কার্য্য সম্পাদন করার পর আমার কোনো ঋণ থাকলে আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তা দ্রুত পরিশোধ করে দিবে। এটি তোমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ বিষয়ে অবহেলা করলে তোমরা দায়ী থাকবে।

নয় ঃ আমার মৃত্যুর পর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কুলখানী, চল্লিশা, কাঙালী ভোজ এবং মৃত্যুর তারিখে মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন ইত্যাদীর আয়োজন করবে না। হাদীস শরীফে এসবের কোনো অনুমতি নেই। তবে দোয়ার জন্য অনুষ্ঠান অবশ্যই করা উচিত। সন্তানদের কর্তব্য প্রতি নামাজ শেষে মৃত পিতা-মাতার জন্য এই দোয়া করা–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا، (سورة بنى اسرائيل،٢٤)

'হে আমার মালিক! আমার মাতা-পিতার প্রতি (ঠিক সেভাবেই) তুমি দয়া করো যেমন করে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছিলো।' (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৪)

www.amarboi.org

আমার কবরে চাদর, আগর বাতি, মোমবাতি বা গম্বুজ শামিয়ানা ইত্যাদীর ব্যবস্থা করবে না। আমি আমার সারা জীবন শিরক্-বিদয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি; সুতরাং আমার কবরকে কেন্দ্র করে এ জাতিয় কিছু করা হলে যারা করবে তারাই আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে। কবরের ওপর শুধু ফুলের গাছ লাগিয়ে দিবে।

দশ ঃ আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার সাথে যারা অসদাচরণ করেছে, আমার গীবত- শেকায়েত করেছে, আমার সাথে অহেতুক শত্রুতা বা হিংসা পোষণ করেছে, আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। কারো কাছে আমার কোনো হক থাকলে আমি তাও ক্ষমা করে দিলাম। আমি আশা পোষণ করি, আমার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের কারো কোনো হক আমার ওপরে যদি থাকে তাহলে তারাও অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

এগার ঃ আমি আমার স্ত্রী, সন্তান, পরিবার-পরিজন, ভাইবোন ও আত্মীয়- স্বজনকে গুরুত্ব সহকারে সেই অসিয়্যত করছি, যে অসিয়্যত করেছিলেন ইন্তেকালের সময়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ)। সে অসিয়্যত হচ্ছে–

الصَّلٰوةَ اَلصَّلٰوةَ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ–

'নামাজ! নামাজ!! এবং তোমাদের অধীনস্থ (কাজের) লোক সম্পর্কে।'

তোমরা সঠিকভাবে সময় মতো ৫ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামায়াতে আদায় করবে, নামাজে কখনো অবহেলা করবে না। কাজের লোকদের প্রতি অবশ্যই সদ্ব্যবহার করবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলবে। হালাল উপার্জন করবে। নিজে এবং পরিবার বর্গকে দ্বীনি আন্দোলনের সাথে শরীক রাখবে। ভাইভাই মিলে মিশে মুহাব্বত পূর্ণ পরিবেশে থাকবে। পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এমন আচরণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। দুনিয়ার জীবনের তুলনায় আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى–

'কিন্তু তোমরা তো (সর্বক্ষণ) দুনিয়ার জীবনকেই আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো। অথচ আখিরাতের জীবনই হচ্ছে চিরস্থায়ী ও উৎকৃষ্ট'। (সূরা আল আ'লা-১৬-১৭)

প্রত্যহ বুঝে কোরআন তিলাওয়াত, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। আলেমদের সাথে মুহাব্বত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রাখবে। সাধ্যানুসারে মেহমানদের আপ্যায়ন করবে। অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবে।

www.amarboi.org

মায়ের প্রতি সদাচারণ করবে

বারো ঃ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের গর্ভধারিণী মা, তাঁর পায়ের নীচে তোমাদের জান্নাত। তাঁর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে বেশী বেশী ভয় করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا۔

'এবং তোমরা (তোমাদের) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (সাথে) বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলবে'। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

কারো কথায় মায়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে না। আদবের সীমা লংঘন করবে না। তাঁর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তোমরা সকলেই সজাগ- সতর্ক ও নিবেদিত থাকবে। কোনো ব্যাপারেই তাঁর যেনো কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে, এটি তোমাদের ফরজ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মা-কে কষ্ট দিলে আল্লাহ নারাজ হবেন, কবীরা গোনাহ্ হবে সর্বোপরি নিজের তকদীর খারাপ হবে বিষয়টি মনে রেখো এবং এ বিষয়ে সকলকে সতর্ক করে দিও।

মায়ের খেদমতের গুরুত্ব কতখানি এ সম্পর্কিত বহু সংখ্যক হাদীসের মধ্যে দু'টি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَدْتُّ اَنْ اَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ اُمٍّ؟ قَالَ، نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا– (ابن ماجه و النسائ)

'হযরত জাহিমা (রাঃ)-এর সন্তান হযরত মাবিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত জাহিমা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে

www.amarboi.org

পরামর্শ করতে এসেছি। নবী করীম (সাঃ) তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি জানালেন, জ্বী হ্যাঁ। নবী করীম (সাঃ) বললেন, ফিরে যাও এবং তোমার মায়ের খেদমতে লেগে থাকো। কারণ তাঁর পায়ের তলাতেই (তোমার) জান্নাত।' (ইবনে মাজাহ্, নাসাঈ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ، قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ! قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَالَ! اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ-

'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মানুষের মধ্যে আমার নিকট থেকে সর্বোত্তম সেবা লাভের অধিকার কার? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবার জানতে চাইলেন, তারপর কার? রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কার? রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবারো জানতে চাইলেন, এরপর কার? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার পিতার।' (বোখারী, মুসলিম)

তেরো ঃ আমার চার সন্তানকে বলছি, তোমরা আমার ভাই-বোনদের প্রতি মুহাব্বতপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, তাদের হক আদায় করবে। এবং পিরোজপুর- নাজিরপুর ও জিয়া নগরবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ পিরোজপুর জেলায়ই আমার প্রিয় জন্মস্থান। এখানকার অধিবাসীদেরকে আমি ভালোবাসি। বিনিময়ে তারা আমাকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে একাধিকবার জাতিয় সংসদে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন এবং অবহেলিত পিরোজপুর গড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমিও সততা ও স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে তাদের খেদমত ও উন্নয়নের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি, তবুও আমার প্রতি পিরোজপুর, নাজিরপুর ও জিয়ানগর বাসীদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ঋণ অপরিশোধ্য। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের মহা সত্যের ওপর টিকে থাকার তাওফিক দিন।

www.amarboi.org

পরিবারভুক্তদের সাথে ভালোবাসার বন্ধন অটুট রাখবে

চৌদ্দ ঃ আমার মৃত্যুর পর আমার রেখে যাওয়া স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তি যেখানে যতটুকুন আছে শরীয়াত অনুযায়ী তোমরা সমভাবে বন্টন করে নিবে। ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ ধ্বংসশীল সম্পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে দিবে না। ছোট ভায়েরা বড় ভাইকে মর্যাদা দিবে, কখনো বেয়াদবী করবে না এবং বড় ভাই ছোট ভাইদের অন্তর দিয়ে স্নেহ করবে, তাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের সংশোধনের চেষ্টা অব্যহত রাখবে। মনে রেখো, ত্যাগেই আনন্দ– ভোগে আনন্দ নেই। পুত্র বধুরা একে অন্যের প্রতি শ্রেণী মতে শ্রদ্ধা ও স্নেহ মমতায় আপন বোনের মতো থাকবে, কেউ কাউকে হিংসা করবে না। স্বামীর কাছে অহেতুক অভিযোগ করে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট করবে না। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, হিংসা যে করে সেই জ্বলে পুড়ে মরে, যার প্রতি হিংসা পোষণ করা হয় তার কিছুই হয় না। তোমরা একে অন্যের সন্তানদের নিজের সন্তানের মতো আদর করবে। আদব শেখাবে মমতা দিয়ে। কারণ শ্রদ্ধা টাকার বিনিময়ে কেনা যায় না, উত্তম ব্যবহার দিয়ে সহজেই পাওয়া যায়।

পনের ঃ নামাজের ব্যাপারে তোমরা সামান্যতম অবহেলা করবে না। ছেলেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামায়াতে আদায় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের নামাজের জন্য সতর্ক করবে। শরীয়াতের ওজর ব্যতীত নিতান্ত অবহেলায় নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করার অধিকার হারায়। 'মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নামাজ, নামাজ আদায় করা মুসলমানের কাজ আর নামাজ পরিত্যাগ করা কাফিরের কাজ'। (আল হাদীস)

কাজের লোকদের খাওয়া থাকায় বা ব্যবহারে কখনো কষ্ট দিবে না, তাদেরকে গাল মন্দ করবে না। তাদের সামর্থের অতিরিক্ত কোনো কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলবে।

চরিত্রহীন লোকদের বন্ধু বানাবে না

ষোল ঃ বন্ধু নির্বাচনে ভুল করবে না। বে-নামাজী, বে-পর্দা, মদ্যপ, জুয়াড়ী, মিথ্যাবাদী, ভোগবাদী, চরিত্রহীন লোকদের বিষধর সাপের মতো ভয়ঙ্কর মনে করে তাদেরকে এড়িয়ে চলবে। জীবনের স্পন্দন থাকা পর্যন্ত অসৎ চরিত্রের লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। আমাদের মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ

www.amarboi.org

مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً- يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً-

'সেদিন আত্মঘাতী (জালিম) ব্যক্তি আক্ষেপ করে নিজের দুটো হাত দাঁত দিয়ে কামড়াবে আর বলবে, হায়! আমার বদ নসীব, রাসূলের পথে চললে (আমার জন্য) কতইনা ভালো হতো। হায়! আমার বদ নসীব, অমুকের সাথে বন্ধুত্ব না করলে (আজ) কতই না উত্তম হতো!' (সূরা ফুরকান- ২৭-২৮)

কুল-কায়েনাতের মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন–

اِنَّ جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ-

'আমি শয়তান (চরিত্রের লোকদের) ঐসব লোকের বন্ধু বানিয়ে দেই যারা ঈমানের পথে চলে না।' (সূরা আ'রাফ-২৭)

اَلْاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ م بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ-

'সেদিন বন্ধুগণ একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে কেবলমাত্র মুত্তাকী ব্যতীত।' (সূরা যুখরুফ-৬৭)

পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ঈমানহারা ব্যক্তি ব্যতীত দুনিয়া পূজারী চরিত্রহীন লোকদের সাথে কেউ বন্ধুত্ব করে না। সুতরাং আল্লাহর কসম! তোমরা আল্লাহ বিমুখ, ফাসিক-ফুজ্জার দুনিয়া পুজারী শয়তান চরিত্রের লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। তারা তোমাকে অবশ্যই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। বন্ধুত্ব কার সাথে করতে হবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ-

'হে ঈমানগারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যপন্থীদের সাথে থাকো'। (সূরা তাওবা-১১৯)

পার্থিব জীবনে বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে আমার চূড়ান্ত কথা হলো, পাপ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার মানসিক শক্তি অটুট রেখে কোনো পাপাসক্ত বদকার লোককে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা তথা দ্বীনের প্রভাবে প্রভাবিত করে তাকে পাপের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কারো সাথে হালকাভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এমন অবস্থায় যদি নিজের চরিত্র হারানোর আশঙ্কা থাকে বা পাপাসক্ত ব্যক্তির প্রভাবে নিজেই যদি

www.amarboi.org

প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে ঐ ধরণের লোকদের সঙ্গ অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আবারো বলছি, আল্লাহর কসম! তোমরা এর ব্যতিক্রম করবে না। এ দুষ্ট চক্রের পেছনে সময় ব্যয় করবে না, এ শয়তান চরিত্রের লোকদের পেছনে সময় না দিয়ে ততক্ষণ স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গ দিও, লেখা-পড়া করো তা অবশ্যই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

اِسْتَوْدَعَ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ-

'আমি তোমাদের দ্বীন ও আমলের পরিণতি মহান আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করছি।' (আল হাদীস)

وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلٰغْ-

'তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই।' (সূরা ইয়াসীন-১৭।

হেদায়াতের মালিক কেবল আল্লাহ তা'য়ালা। আবু জাহেলরা সারা জীবন রাসূল (সাঃ) কে অতি নিকট থেকে চোখে দেখার পরও কপালে হেদায়াত জোটেনি। কিন্তু সহস্র মাইল দূর থেকে আসা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) এর কিসমতে সঠিক পথের সন্ধান মিলেছে। সুতরাং কারো কপালে হেদায়াত না থাকলে সে ক্ষেত্রে আমি অসহায়।

সুতের ঃ আত্মীয়-স্বজনসহ সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ঃ আমি আমার জীবনকালে আমার সামর্থ অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। আমার অবর্তমানে তোমরাও কোরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং মেহমানদের আপ্যায়ন করবে। আচরণ-ব্যবহারে ও কথা-বার্তায় কারো প্রতি সামান্যতম অহঙ্কার প্রদর্শন করবে না এবং কারো প্রতি অবজ্ঞা বা কাউকে অবহেলা করবে না। সকলের সাথে হাসি মুখে কথা বলবে, হাসি মুখে কথা বলাও সাদকার সমতুল্য সওয়াব। (আল হাদীস)

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক আদায় করবে

আঠারো ঃ নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সংশোধন তথা তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে যত্নবান থাকবে এবং তাদের হক আদায় করবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

www.amarboi.org

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَّاعِيَتِهِ-

'প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে'।

রাসূল (সাঃ)-এর এ সতর্ক বাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবারভুক্তদের নামাজী, দ্বীনদার, ঈমানদার, সত্যবাদী, পর্দা পালনকারী, পরহেযগারী ও তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবে। নিজের ঘরকে ইসলামের দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলবে। প্রতি মাসে একবারের জন্য হলেও বাসায় পারিবারিক বৈঠক করে দ্বীনি আলোচনা করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا-

'হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার বর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।' (আল কোরআন)

তোমরা নিজ স্ত্রীর হক আদায় করবে, কোনো ব্যাপারেই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। অধিকার হারা স্ত্রীর চোখের পানি স্বামীর জন্য অভিশাপ বয়ে আনে। নেক্কার সতী স্বাধ্বী মু'মিনা স্ত্রী তার স্বামী, সন্তান ও সংসারের প্রতি যে ত্যাগ স্বীকার করে, স্বামীর কৃতজ্ঞতা বোধ থাকলে স্ত্রীর প্রতি এ জন্যে আরো সদয় আরো যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরী। মনে রাখা প্রয়োজন, স্ত্রী তার স্বামীর মাল-সম্পদের হেফাজত করে, সন্তানের প্রতি পালন করে, স্বামীর চাহিদা পূরণ করে, তার আমানত রক্ষা করে, স্বামী- সন্তান ও সংসারের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত অকাতরে বিলিয়ে দেয়, এমন স্ত্রী বা জীবন সঙ্গীনি সহধর্মিনীকে যে কষ্ট দেয়, তার হক, তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করে না সে স্বামী অবশ্যই অকৃতজ্ঞ।

এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, স্বামী যেমন তার আত্মমর্যাদা বোধের কারণে নিজ স্ত্রীর সতর ও সৌন্দর্য্যের প্রতি অন্য পুরুষের নজরকে সহ্য করতে পারে না, অনুরূপ ভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে অন্য কোনো নারী স্ত্রী সুলভ আচরণ করুক তা আদৌ সহ্য করতে পারে না। এ ধরণের স্বামী তার স্ত্রীর কাছে ঘৃণাই কুড়ায়, শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা পায় না। এর সুদূর প্রসারী প্রভাবে নিজ সন্তানগুলোও পিতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। পারিবারিকভাবে এমন সর্বনাশা পরিবেশ ও পরিণতি থেকে আল্লাহ তা'য়ালা সকলকে রক্ষা করুন।

উনিশ ঃ তোমাদের সন্তানদের হাফেজে কোরআন ও আলেমেদ্বীন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। সন্তানের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

www.amarboi.org

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَه مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ- (رواه الترمذى)

'কোনো পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে যা কিছু প্রদান করে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো উত্তম আদব, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।' (তিরমিযী)

وَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثَ خِصَالٍ حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ اٰلِ بَيْتِهِ وَتِلَاوَتِ قُرْاٰنِ- (اطبرانى)

'হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্হাহু রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের (প্রাথমিকভাবে তিনটি) বিষয়ে শিক্ষা দান করো, নবী করীম (সাঃ) এর (পরিচয়সহ) তাঁর প্রতি (নিজ প্রাণেরও অধিক) ভালোবাসা, তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি ভালোবাসা এবং (বুঝে বিশুদ্ধভাবে) কোরআন তিলাওয়াত।' (তাবারাণী)

মানুষকে স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির সাথে তুলনা করে হাদীসে বলা হয়েছে–

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- (رواه مسلم)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মতো মানুষ সম্পদের খনি।'

এ জন্যেই মানুষ জাতিকে মানব সম্পদ বলা হয়। সম্পদের বিপরীত শব্দ আপদ, আর আপদের বিপরীত হলো সম্পদ। ঠিক এ কারণেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে মানব সম্পদ। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কারণে এই মানুষগুলোই সম্পদ না হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য আপদে পরিণত হয়। যে শিক্ষা মানুষকে সম্পদে পরিণত করে সে শিক্ষার নাম অহীভিত্তিক শিক্ষা, যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ) নিকট অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা তথা বিএ, এমএ পাশ করলে শুধু পৃথিবীর বস্তুগত বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করবে কিন্তু সততা, স্বচ্ছতা, আমানতদারী এবং আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা একেবারেই নগণ্য।

www.amarboi.org

সেক্ষেত্রে ফাযিল-কামিলের মান ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান হওয়াতে সন্তানদের মাদ্রাসা শিক্ষিত করানোতেই উভয় জগতে লাভ বেশী। আমার কামনা তোমাদের সন্তানরা আলেমে দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অমোঘ নিয়মে তোমরাও যখন আমার পথের পথিক হবে তখন তোমাদের সন্তানরা ব্যথিত হৃদয়ে পরম মমতার সাথে চোখের পানি ফেলে তোমাদের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে পারবে। কিয়ামতের ময়দানে কঠিন বিচারের দিনে আলেমের পিতামাতা হিসেবে উঠতে পারা সে এক মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার।

সন্তানদের চরিত্র গঠনে কোরআনিক ফর্মূলা

তোমাদের সকলেরই হযরত লূকমান (আঃ)-এর ইতিহাস কম-বেশী জানা রয়েছে। হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর প্রিয় সন্তানকে সেই সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক, প্রতিপালক ও হেফাজতকারী এবং সেই মহান সত্তার নাম 'আল্লাহ্'। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক পিতা মাতার এটা আবশ্যিক দায়িত্ব যে, তাঁরা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে। হযরত লূকমান (আঃ) এই দায়িত্ব যথার্থ ভাবে পালন করলেন। আবশ্যিক এই দায়িত্ব পালন করার কারণে হযরত লূকমানকে অকল্পনীয় বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালাও তাঁর নামে পবিত্র কোরআনের একটি সূরার নামকরণ এবং তাঁর ইতিহাস বর্ণনা করে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির কাছে চিরন্তন করে দিলেন।

লক্ষ্যণীয়, পৃথিবীতেই যাকে এই অকল্পনীয় বিনিময় দেয়া হলো, পরকালে তথা আখিরাতে তাঁকে কি ধরণের বিনিময় দেয়া হবে তা কল্পনাই করা যায় না। হযরত লূকমান (আঃ)-এর অনুসরণে যে সকল পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে মহান আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে, আল্লাহ তা'য়ালাও সে সকল পিতা-মাতাকে দুনিয়া- আখিরাতে সম্মান-মর্যাদার আসন দান করে ধন্য করবেন। হযরত লূকমান (আঃ) সর্বপ্রথমেই তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছিলেন–

يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ–

'হে প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শির্ক করো না, কেননা শির্ক হচ্ছে সবথেকে বড় জুলুম।' (সূরা লূকমান-১৩)

* প্রত্যেকটি মানুষের জীবনই বিশেষ এক আকিদা-বিশ্বাসের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে, এই বিশ্বাসই মানুষের সকল কাজের মূল প্রেরণার উৎস।

www.amarboi.org

ঠিক এ কারণেই হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দিলেন এবং তাওহীদের ভিত্তিতেই জীবন গড়া ও পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করলেন। আমি আশা করি তোমরাও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তাওহীদ ভিত্তিক জীবন গড়া ও পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করবে।

হযরত লূকমান (আঃ) যে মহান সত্তার এক ও একক হওয়া সম্পর্কে নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিলেন, এরপর তিনি সেই সত্তার অসীম জ্ঞান, কুদরত, বিরাটত্ব, ব্যাপকতা ও ক্ষমতা সম্পর্কেও জানিয়ে দিলেন–

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ–

'হে প্রিয় বৎস! যদি তোমার কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণ ক্ষুদ্রও হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের মধ্যে বা আকাশসমূহেও লুকিয়ে থাকে, অথবা যদি তা থাকে যমীনের ভেতরে, তাও আল্লাহ তা'য়ালা সামনে এনে হাযির করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই সূক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত'। (সূরা লূকমান-১৬)

* নিজ সন্তানকে উত্তম আদব আখলাকের অধিকারী হিসেবে গড়তে হলে অবশ্যই তার মধ্যে আপন স্রষ্টার ভীতি সৃষ্টি করতে হয় এবং হযরত লূকমান (আঃ) ঠিক সেই কাজটিই করেছিলেন। মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি যে ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পাপেও জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। আমি আশা করি তোমরাও তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থদের মনে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাস্তব মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করে সৃষ্টির সকল কিছুই সেই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, একটি পলকও যে আল্লাহ তা'য়ালার করুণা ব্যতীত মানুষের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়, সেই আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মানুষের অবশ্যই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সেই আবশ্যিক কর্তব্যের কথা হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে এভাবে শিক্ষা দিলেন–

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ–

'হে প্রিয় বৎস! তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো।'

www.amarboi.org

* আমি আশা করি তোমরাও যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করবে তেমনি নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকেও নামাজের ব্যাপারে যত্নবান রাখবে।

মানুষ একা বাস করতে পারে না, তাকে একটি দেশে এবং সমাজের অসংখ্য মানুষের সাথে বসবাস করতে হয়। এ কারণেই সে মানুষের অন্যের প্রতি এবং সমাজ ও দেশের প্রতিও রয়েছে তার বিরাট দায়িত্ব। সে দায়িত্ব হলো নিজের সমাজ ও দেশকে সত্য ও সুন্দর দিয়ে সাজানো এবং অন্যায় ও অসুন্দর থেকে মুক্ত রাখা। এই মহান দায়িত্বের কথাও হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে এভাবে শিক্ষা দিলেন-

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

(প্রিয় বৎস) 'মানুষদের ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো।'

* সাধারণভাবে এই কাজটি একার পক্ষে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয় বিধায় সংগঠন প্রয়োজন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্যে অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-ঐশ্বর্য্য, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতার লোভ-লালসা ত্যাগ করে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছি। আমি আশা করি তোমরাও তোমাদের সন্তানদেরকে উক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্যে জামায়াতের সাথে কাজ করার মতো অনুকূল মন-মানসিকতা গড়ে তুলবে।

উক্ত দায়িত্ব পালন করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই নানা ধরণের বিপদ-মুসিবত আপতিত হয়। নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কেউ-ই বিপদ-মুসিবত থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ' এ কাজটি যারাই করেছেন তথা সমাজ ও দেশ থেকে অসুন্দরকে বিদায় করে সুন্দরের সমারোহ সৃষ্টিতে যারাই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাদেরকেই নানা ধরণের বিপদ-মুসিবত পরিবেষ্টিত করেছে। এ কারণেই হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছিলেন-

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ-اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ-

(প্রিয় বৎস) 'তোমার ওপর কোনো বিপদ মুসিবত এসে পড়লে তার ওপর ধৈর্য্য ধারণ করো। বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার এ কাজ নিঃসন্দেহে একটি বড়ো সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।'

www.amarboi.org

* তোমরাও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে অসীম সাহস এবং প্রবল ধৈর্য্য সৃষ্টির ব্যাপারে অনুকুল ভূমিকা পালন করবে।

অহঙ্কার পতনের মূল এবং ইসলামের দৃষ্টিতে অহঙ্কারী ব্যক্তি ঘৃণিত। অহঙ্কারী ব্যক্তি অন্যান্য মানুষ থেকে নিজেকে পৃথক মনে করে, আল্লাহ্ তা'য়ালার অন্যান্য বান্দাদেরকে ছোটো জ্ঞান করে মানুষে মানুষে বিভেদ রেখা টানে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। হাদীসে কুদ্সীতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অহঙ্কারী ব্যক্তি যেনো আল্লাহ তা'য়ালার চাদর ধরে টানাটানি করে' এবং 'যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা দূরে থাক, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।' এ কারণেই হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিলেন–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ–

(প্রিয় বৎস) 'কক্ষনো অহঙ্কারবশে তুমি মানুষদের জন্যে তোমার গাল ফুলিয়ে রেখে তাদের অবজ্ঞা করো না।'

* তোমরাও যেমন অহঙ্কার মুক্ত আচরণের অধিকারী হবে এবং তোমাদের স্ত্রী ও সন্তাদেরকেও অহঙ্কার মুক্ত জীবন গড়ার শিক্ষা দিবে।

উদ্ধত স্বভাব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে এমনকি পরিবারেও ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। উদ্ধত অহঙ্কারী ব্যক্তির পক্ষে সমাজ, জাতি ও দেশকে ভালো কিছু দেয়া কখনো সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, উদ্ধত অহঙ্কারী লোকদের দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং এ ধরণের জালিমদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা বরদাস্ত করেননি। ধ্বংসের অতলান্তে তলিয়ে দিয়েছেন। আর ঠিক এ কারণেই মানবতা বিবর্জিত এ নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য থেকে নিজ সন্তানকে মুক্ত থাকার নসিহত করে হযরত লূকমান (আঃ) বলেছেন–

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا–إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ–

(প্রিয় বৎস) 'আল্লাহর যমীনে কখনো ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে বিচরণ করো না; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক ঔদ্ধত অহঙ্কারীকেই অপছন্দ করেন।'

* তোমরা নিজেরা যেমন এ নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকবে এবং নিজ সন্তানদেরকেও ঐ নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা দিবে।

একেবারে নরমপন্থা ও চরমপন্থা এ দুটোই মানুষের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। এ

www.amarboi.org

দুটো পন্থা অবলম্বনকারী নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মানব সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পৃথিবীতে ডেকে আনে বিপর্যয়। এতে করে সকল সৃষ্টিই কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্যেই ইসলাম মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছে। হযরত লূকমান (আঃ)ও তাঁর সন্তানকে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে পৃথিবীতে চলাফেরার নসিহত করে বলেছেন–

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ–

(প্রিয় বৎস! যমীনে চলার সময়ে) 'তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।'

* তোমরাও যেমন মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমাদের সন্তানদেরকেও চলাফেরায়, আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, ওঠা-বসায় তথা সার্বিক দিকে মধ্যম পন্থা অবলম্বনে অনুপ্রাণিত করবে এবং একেবারে নরম ও চরমপন্থার ক্ষতিকর দিকসমূহ তাদের সামনে তুলে ধরবে।

মিষ্টভাষীকে সকলেই পছন্দ করে, যার মুখের ভাষা মিষ্ট নয়, অন্যান্য মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে। আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে, শ্রুতি মধুর ভাষায় যারা কথা বলে, অনেকেই প্রয়োজনীয় কাজ ত্যাগ করে হলেও উক্ত ব্যক্তির সান্নিধ্যে অবস্থান করে। এই গুণ-বৈশিষ্ট্য নবী করীম (সাঃ)-এর মধ্যে সকল মানুষের তুলনায় এত বেশী মাত্রায় ছিলো যে, ক্ষুধার্ত সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পবিত্র মুখ মোবারক থেকে উচ্চারিত শব্দ শুনেই ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন। সুন্দর এই গুণ- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবার নসিহত করে হযরত লূকমান (আঃ) নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছেন–

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ–

(প্রিয় বৎস) 'তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, কেননা সব আওয়াযের মধ্যে সবচাইতে (কর্কশ) এবং অপ্রীতিকর আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায।' (সূরা লূকমান-১৯)

* সুতরাং নিজ সন্তানদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিবে, তারা যেনো চলাফেরায়, কথাবার্তায়, আচার-আচরণে তথা সার্বিক দিক দিয়ে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং আকর্ষণীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। আমি আশা করি, তোমরাও যদি তোমাদের সন্তানদেরকে এ ধরণের উত্তম শিক্ষা দিতে পারো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকেও দুনিয়া- আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

www.amarboi.org

বিশ ঃ তোমরা তোমাদের কন্যা সন্তানদের বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে যতটা পাত্রপক্ষের শারীরিক সৌন্দর্য ও অর্থ-সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিবে; ততোধিক সতর্কতার সাথে খোঁজ নিবে পাত্রের দ্বীনদারী, পরহেযগারী, আল্লাহভীতি, বংশ মর্যাদা, শিক্ষা, রুচিবোধ, বিনয়-নম্রতা, চারিত্রিক সৌন্দর্য ও আচার, আচরণ-ব্যবহার সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রে পাত্র এবং তার পরিবারের ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততার দিকটিও প্রাধান্য দিবে। এরপর মহান আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য কামনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পুত্র সন্তানদের জন্য পাত্রী নির্বাচনেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

একুশ ঃ আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান খুলনা দারুল কুরআন ছিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠান, সেই সাথে পিরোজপুর সাঈদী ফাউণ্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলো আমার বহু পরিশ্রম লব্ধ দ্বীনী মারকায। এগুলো মনের সবটুকু আবেগ দিয়ে সুরক্ষা করা ও পরিচর্চা করা তোমাদের তিন ভাইয়ের ঈমানী দায়িত্ব। এসব ব্যাপারে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ নিবে এবং মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে।

সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলবে

বাইশ ঃ মু'মিন ব্যক্তির সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য 'তাক্ওয়া।' এই একটি বৈশিষ্ট্য মু'মিনকে আল্লাহর নিকট ফিরিশ্তার চাইতেও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়। আর এটির অভাবে ব্যক্তি শয়তানের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। পবিত্র কোরআন মজীদে 'তাক্ওয়া' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। 'তাক্ওয়া' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ আল্লাহভীতি বলা হয়ে থাকে। অথচ ভয়-ভীতির আরবী হচ্ছে خَوْفٌ (খাউফ) অথবা خَشْيَةٌ (খাশিয়াহ্)। 'তাক্ওয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ শুধু ভয় করা নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে বেছে চলা, সতর্কতা অবলম্বন করা, বিরত থাকা ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ–

'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে দেখা উচিত সে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করেছে। আল্লাহকে ভয় করো, সন্দেহ নেই তিনি তোমাদের যাবতীয় কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।' (সূরা হাশর-১৮)

www.amarboi.org

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّ تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا-

'বাঁচার চেষ্টা করো সেইদিন থেকে, যেদিন কেউ কারো কাজে লাগবে না।' (সূরা বাকারা-১২৩)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ-

'আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো তোমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা-২০৩)

এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُوْنَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَالتَّقُوا النِّسَاءِ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ- (رواه مسلم)

'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, দুনিয়া অবশ্যই মধুময় ও আকর্ষণীয়, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি বনিয়েছেন। যাতে করে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের ফিত্না থেকে সতর্ক থাকো। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিত্না নারীদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো।' (মুসলিম)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন-

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ-

'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমার কিতাব দান করেছিলাম, তাদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছিলাম। আর এখন তোমাদেরকেও একই উপদেশ দিচ্ছি যে, (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে ভয় করে কাজ করো।' (সূরা নিসা-১৩১)

www.amarboi.org

সুতরাং তোমাদের প্রতি আমার নসিহত হচ্ছে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোকে, প্রকাশ্যে, গৃহাভ্যন্তরে অথবা গৃহের বাইরে, দেশে অথবা বিদেশে, সম্মিলিতভাবে অথবা একাকীত্বে সকল অবস্থায় মনে রেখো, আমরা কেউই আল্লাহ তা'য়ালার পর্যবেক্ষণের বাইরে নেই। তিনি সবকিছু দেখছেন এবং শুনছেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'যখন তুমি একা থাকবে তখন আল্লাহ তা'য়ালাকে আরো বেশী ভয় করবে। কারণ, তোমার একাকীত্বের গোপন কাজের যিনি সাক্ষী তিনিই হবেন তোমার বিচারক।' একজন মুমিনের হিদায়াতের জন্য এই একটি কথা যথেষ্ট হতে পারে।

তওবা করা অভ্যাসে পরিণত করবে

তেইশ ঃ মানুষের কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে ইচ্ছায়- অনিচ্ছায় পরিবেশের কারণে বা শয়তানের অস্অসায় গোনাহের কাজ ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর গোনাহ্ করলে তার নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার সে শাস্তি থেকে বাঁচার পথ তওবা করা। 'তওবা' শব্দের অর্থ 'রুজু করা, ফিরে আসা, বিরত থাকা, বন্ধ করে দেয়া'। যারা তওবা করে তাদেরকে 'তায়েব' বলা হয়। অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী। আর আল্লাহ তা'য়ালার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হলো تَوَّابٌ (তাওওয়াব) রুজুকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তওবা করলো, আল্লাহর দিকে ফিরে এলো, আল্লাহ তা'য়ালা তার দিকে অধিকতর 'রুজু'কারী হবেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرَ الرَّحِيْمًا–

'যে ব্যক্তি গোনাহের কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে, অতঃপর এ জন্যে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে পাবে।'

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّى اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ–

(رواه مسلم)

www.amarboi.org

'রাসূল (সাঃ) বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো এবং গোনাহ্ ক্ষমা চাও। আমি দৈনিক একশত বার তওবা করি।' (মুসলিম)

গোনাহ্ করার পর যে ব্যক্তি তওবা করে না, অনুশোচনা করে না, অনুতপ্ত হয় না, বরং অবলীলাক্রমে একের পর এক অপরাধ করতেই থাকে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ তা'য়ালার অসন্তুষ্টির অর্থ তাঁর শাস্তির টার্গেট হয়ে যাওয়া। এ জন্যে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কখনো গোনাহ্ করে বসলে অবশ্যই চোখের পানি ফেলে তওবা করবে, গোনাহ্ মাফ চাইবে, এতে দেরী করবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضِ–

'তোমরা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করো। আর সেই (জান্নাতের জন্যও প্রতিযোগিতা করো) যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর সমান। আর এই (বিশাল) জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেসব (ভাগ্যবান) লোকদের জন্য (যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে)।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৩)

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ، وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ–

'(ভালো মানুষ হচ্ছে তারা) যারা কখনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেরা নিজের প্রতি জুলুম করে ফেললে সাথে সাথেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং কৃত গোনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে তওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারণ, আল্লাহ ছাড়া কে আছেন আর, যিনি গোনাহ্ মাফ করে দিতে পারেন? তদুপরি এরা জেনে বুঝে নিজেদের গোনাহের ওপর অটল হয়ে বসেও থাকে না।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৫)

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে এরা ভালো মানুষ।

জীবন চলার পথে ভুল-ত্রুটি, গোনাহ্-খাতা মানুষের হতেই পারে, সে জন্যে তওবা করা, ক্ষমা চাওয়া, অনুশোচনা করা, কৃত গোনাহের জন্য চোখের পানি ফেলা এবং

www.amarboi.org

গোনাহ্ করা থেকে ফিরে আসাই হচ্ছে মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে যারা জেনে বুঝে গোনাহ্ করে এবং সে গোনাহের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় না করে বারবার গোনাহ্ করতেই থাকে, এ ধরণের দুঃসাহসী নাফরমান ব্যক্তি নিজেকে নিজেই জাহান্নামের প্রচন্ড শাস্তির উপযুক্ত করে গড়ে তোলে।

তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে কখনো নিরাশ হবে না। যত বড় গোনাহই হোক না কোনো, তওবা দ্বারা নিজের আত্মাকে পবিত্র করবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া কবুলের বুকভরা আশা রাখবে। আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রিয় বান্দাদের প্রশংসায় একথা বলেননি যে, তাদের থেকে কোনো গোনাহ্ প্রকাশই পায় না। বরং আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'তাদের গোনাহ্ হয়, কিন্তু তারা গোনাহের ওপর হঠকারিতা করে না বরং তারা তা স্বীকার করে এবং নিজে পবিত্র হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়।'

হালাল পন্থায় রুজি উপার্জন করবে

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايُقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يَطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَقُوْلُ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، (رواه مسلم)

চব্বিশ ঃ 'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্র (আমল ও ধন-সম্পদ) কবুল করেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা নিঃসন্দেহে মুমিনদেরকে সেই হুকুম দিয়েছেন, যে আদেশ

www.amarboi.org

দিয়েছেন তিনি নবী রাসূলদের। আর তা হচ্ছে, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য আহার করবে এবং সদা নেক আমল করবে।' সেই সাথে সাধারণ মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ করেছেন, হে বিশ্বাসীরা! আমি তোমাদেরকে যে সব রিয্ক দান করেছি তাথেকে পবিত্র খাদ্য আহার করবে।' (মুসলিম)

যারা হারাম খাদ্য বা হারাম পথে উপার্জিত খাদ্য আহার করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) একটি দৃষ্টান্ত দেন। যেমন এক ব্যক্তি দূর্গম পথে দীর্ঘ সফর করে ফিরেছে। তার মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট এবং পরিধেয় ধূলো-মলিন। এ অবস্থায় সে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে অসহায় হয়ে বলছে হে আমার রব! হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তির আকুতি কিভাবে কবুল হবে যদি তার খাদ্য, পানিয় ও পরিধেয় হয় হারাম পন্থায় উপার্জিত!' (মুসলিম)

مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يُقْبَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ صَلٰوةً مَّادَامَ عَلَيْهِ، (رواه احمد)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় ক্রয় করলো, তার মধ্যে যদি একটি দিরহামও হারাম উপার্জিত হয় তাহলে ঐ কাপড় পরিধানে থাকা অবস্থায় তার নামাজ কবুল হবে না।' (আহ্মাদ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ، (رواه الدارمى)

'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, শরীরের সেই গোস্ত জান্নাতে যাবে না যা হারাম খাদ্যের দ্বারা বর্ধিত হয়েছে, আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত গোস্তের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।' (দারেমী)

নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন, 'হারাম পন্থায় উপার্জনকারী ব্যক্তির নামাজ, দান সাদাকাহ্ কোনোটিই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।' (আল হাদীস)

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাঃ) বলেছেন, 'হারাম উপার্জিত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করার দৃষ্টান্ত প্রশ্রাব দিয়ে কাপড় পবিত্র করণের পন্থা অবলম্বনের মতো।'

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

www.amarboi.org

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ-

'যারা আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের রাস্তা খুলে দেন এবং তাদের এমন অভাবনীয় পন্থায় রিযক্-এর ব্যবস্থা করেন যা তারা কল্পনাও করতে পারে না।' (সূরা তালাক-৩)

عَنْ عُمَرِبْنُ الْخَطَّابْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تُغْدُرا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا- (رواه الترمذى و ابن ماجه)

'হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি আল্লাহ তা'য়ালার ওপর সত্যিকারভাবে নির্ভর করার মতোই নির্ভর করতে পারো তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে সেভাবেই রিয্ক দান করবেন যেমন রিয্ক দান করেন পাখীদের। পাখীরা প্রত্যহ সকালে বের হয় খালি পেটে আর সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে পেট ভর্তি করে।' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্)

সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে কোরআন বুঝে তিলাওয়াত করবে

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، (رواه مسلم)

পঁচিশ ঃ 'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না।' (মুসলিম)

এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, যে ঘরে নামাজ আদায়ের মতো লোক নেই, কোরআন তিলাওয়াতের মতো লোক নেই, তাহলো এমন ঘর যেনো একটি কবরস্থানের মতো মৃত জনপদ, এটি জীবিতদের জনবসতি নয়।

www.amarboi.org

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَسَدَ اِلاَّ عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ- (رواه البخارى و مسلم)

'হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ইর্ষার পাত্র নয়। এক. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিবারাত্রি তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে (অর্থাৎ নামাজে দন্ডায়মান অবস্থায় তিলাওয়াত করে, অথবা তার প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকে) দুই. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিবারাত্রি (সাধ্যানুযায়ী) আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।' (বোখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِقْرَاءَ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ- (رواه مسلم)

'হযরত আবি উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তোমরা কোরআন পড়ো, কেননা কোরআন তার পাঠকদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হয়ে আসবে।' (মুসলিম)

নামাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত বানাবে

ছাব্বিশ ঃ আকীদা- বিশ্বাসের দিক দিয়ে 'তাওহীদ' যদি পরিপূর্ণ দ্বীনের মূল উৎস হয় তাহলে আমলের দিক থেকে নামাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ দ্বীনের মূলভিত্তি। এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ দ্বীনের বাস্তবায়ন হিসেবে ধরা যায়। নামাজ মুমিনের কেবল একটি উত্তম আমলই নয় বরং নামাজ মুমিন ব্যক্তির সকল নেক আমলের ফাউন্ডেশন, নামাজ হচ্ছে ঈমান থাকা না থাকার প্রমাণ। পবিত্র কোরআন মজীদের সূরা কিয়ামাহ্

www.amarboi.org

এর ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'কিন্তু না সে সত্য মেনে নিলো আর না সে সালাত আদায় করলো, বরং সে সত্যকে মিথ্যা মনে করে ফিরে গেলো।'

কোরআনে করীমের এ বাচন ভঙ্গী প্রমাণ করে যে, মানুষের ঈমান ও নামাজ পরস্পর ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। পবিত্র কোরআন বলছে মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার বড় কারণ নামাজ আদায় না করা।

يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ-

'সেদিন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে তোমাদেরকে আজ কি কারণে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবে উপনীত করেছে? তারা বলবে আমরা নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং (ক্ষুধার্ত ও) অভাবী ব্যক্তিদের খাবার দিতাম না।' (সূরা মুদ্দাস্‌সির-৪০-৪৪)

পবিত্র কোরআন বলছে নামাজ সকল অপকর্মের প্রতিবন্ধক।

اُتْلُ مَااُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

'হে নবী! এ কিতাব তিলাওয়াত করুন, যা অহীর সাহায্যে আপনার নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর নামাজ কায়েম করুন, নিঃসন্দেহে নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আন কাবুত-৪৫)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে আরো বলেছেন-

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى-

'নিজের পরিবার পরিজনদেরকে নামাজ আদায়ের হুকুম দাও এবং নিজেও তা নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে রিয্‌ক চাইনা (বরং) রিয্‌ক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি। আর শুভ পরিণতি তো তাক্‌ওয়া (অবলম্বনকারীদের) জন্যই।'

وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِي خَلِيْلِي

www.amarboi.org

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِءَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ- (رواه ابن ماجه)

'হযরত আবি দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম (সাঃ) আমাকে অসিয়্যত করেছেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করবে না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। ইচ্ছে পূর্বক ফরজ নামাজ ত্যাগ করবে না, যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করে তার ওপর থেকে আল্লাহ তা'য়ালার সেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, যে দায়িত্ব ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার রয়েছে। মদপান করবে না, কারণ মদ সকল নিকৃষ্ট পাপের চাবি।' (ইবনু মাজাহ্)

মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে

সাতাশ ঃ গৃহে এবং গৃহের বাইরে স্ত্রী- কন্যাদের পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। স্বামীর মৃত্যুর পর যাদের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ, তারা সবাই পরপুরুষ। কোনো বিশেষ বাধ্যবাধকতা না থাকলে এসব পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মহিলাদের খোলামেলা দেখা-সাক্ষাৎ শরীয়াতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এতে কোনো আত্মীয়-বন্ধু নারাজ হলেও তাতে কিছুই আসে যায় না। জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিধানকে প্রাধান্য দিবে।

একান্ত প্রয়োজন হলে মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে পরপুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে এবং এটাও শরীয়াতের বিধান। কন্যা সন্তানদের প্রাইভেট শিক্ষা বা গৃহ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষয়ত্রী প্রাধান্য দিবে। অন্যথায় অনাকাঙ্খিত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা শতভাগ। 'দু'জন বেগানা পুরুষ-মহিলা কোথায়ও একত্রিত হলে সেখানে শয়তান হয় তৃতীয়'। (আল হাদীস)

সাংগঠনিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব দিবে

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ

www.amarboi.org

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ الْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىِّ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّه مُسْلِمٌ- (رواه مسند احمد والترمذى)

আটাশ ঃ 'হযরত হারেসুল আশ'আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে আদেশ করেছেন– সে কাজগুলো হলো, জামায়াতবদ্ধ (সাংগঠনিক) জীবন, (নেতার) আদেশ শ্রবণে (অনুসরণে) প্রস্তুত থাকা ও (সংগঠনের নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো– যতক্ষণ না সে পুনরায় জামায়াতের (সংগঠনের) মধ্যে শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত যুগের কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামাজ আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে।' (তিরমিযী)

* এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখেই জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার পথ চলা। দেশে বেশ কয়েকটি ইসলামী দল সক্রিয় রয়েছে, আমি তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত পোষণ করি। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতে ইসলামীর দ্বীনি আকিদা-বিশ্বাস, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও যুগোপযোগী আদর্শ নেতৃত্ব এবং সকল ক্ষেত্রে সততা- স্বচ্ছতার কারণে জামায়াতে ইসলামীই আমার সর্বাধিক পছন্দের। তাই ১৯৭৫ এর পর থেকে অদ্যাবধি আমি আমার প্রিয় সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছি। এ সংগঠন আমার জীবনের মতো প্রিয়। আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবানীতে জামায়াতের সাথে থাকার কারণে তাক্বওয়া

www.amarboi.org

ভিত্তিক সুন্দর জীবনের সন্ধান পেয়েছি। জামায়াত-শিবির আমার হৃদয়ের স্পন্দন। তোমরাও পারিবারিকভাবে জামায়াত-শিবিরের সাথে সক্রিয় থাকো। আমি জামায়াতে সক্রিয় হওয়ার পর জামায়াতের শুরাভিত্তিক সিদ্ধান্ত পালনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি। আমার এ অনুভূতির প্রতি মর্যাদা দিয়ে তোমরাও সকলে সংগঠন ভুক্ত হও। তাহলে দুনিয়ার জীবন সুশৃঙ্খল ও সুন্দর হবে এবং পরকালের জীবনও শঙ্কামুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি নসিহত

উনত্রিশ ঃ আমার সকল আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও মুহিব্বীন (যাঁরা আমাকে ভালোবাসেন) তাঁদের সকলের প্রতি আমার বিশেষ নসিহত, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলুন, আল্লাহর আদেশ আন্তরিকভাবে অনুসরণ করুন, আল্লাহর নিষেধকৃত সকল বিষয় ঘৃণার সাথে বর্জন করুন এবং নবী করীম (সাঃ)-কে নিজ জীবনের থেকে অধিক ভালোবেসে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করুন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- তাঁদের প্রতিও যথাযথ মর্যাদা ও ভালোবাসা পোষণ করুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করুন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের মধ্যে যাঁদেরকে আর্থিক সামর্থ্য দিয়েছেন তিনি হজ্জ আদায় করুন।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'মুমিন সেই ব্যক্তি যে নিজের জন্য যা পসন্দ করে অন্য মুমিন ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করে'। এ হাদীস অনুযায়ী আমি বলছি, আমি জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দুনিয়া আখিরাতে সফল আদর্শ জীবন গঠনের এক পরিকল্পিত বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় মনে করি। আর ঠিক এ কারণেই আমি জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জামায়াতের একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আপনারাও নিজ জীবন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির জীবনের সংশোধন তথা আত্মশুদ্ধির জন্য জামায়াতে শরীক হোন। পুত্র সন্তানদের শিবিরের হাতে তুলে দিন এবং কন্যা সন্তানদের ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সাথে সম্পর্ক গড়ে দিন। ফলে তাদের আমল-আখলাক তথা এমন সুন্দর চারিত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে, যা দেখে আপনাদের চক্ষু শীতল হয়ে যাবে এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে ইক্বামতে দ্বীনের লক্ষ্যে আপনাদের যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়ে হলেও জামায়াত-শিবিরকে আন্তরিক সহযোগিতা করবেন। আপনাদের এই কোরবানী আপনাদের আমলনামায় 'আল্লাহর পথে ব্যয়' হিসেবেই গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

www.amarboi.org

আমার মৃত্যু যখনই হোক, আমার নিজ পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনেদের জন্য আপাততঃ এগুলোই আমার অসিয়্যত।

هٰذَا مَا عِنْدِىْ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ، وَمَا تَوْفِيْقِى اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ-

'যা কিছু লিখেছি তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান, আসল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোনো ক্ষমতা নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করছি এবং তাঁরই নিকট আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

পরিশেষে বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনুল যাওযী (রহঃ)-এর দোয়া দিয়ে আমি আমার অসিয়্যত প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাইঃ-

اَللّٰهُمَّ لاَتُعَذِّبْ لِسَانًا يُخْبِرُ عَنْكَ وَلاَ عَيْنًا تَنْظُرُ اِلٰى عُلُوْمٍ تَدُلُّ عَلَيْكَ وَلاَ قَدَمًا تَمْشِىْ اِلٰى خِدْمَتِكَ وَ عِبَادَتِكَ وَلاَ يَدًا تَكْتُبُ حَدِيْثَ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِعِزَّتِكَ لاَتُدْ خِلْنِىْ النَّارِ، فَقَدْ عَلِمَ اَهْلُهَا اَنِّىْ كُنْتُ اَذُبُّ عَنْ دِيْنِكَ-

'হে আল্লাহ! ঐ সকল জিহ্বা সমূহকে তুমি শাস্তি দিও না, যে সকল জিহ্বা অন্যের কাছে তোমার বাণী পৌঁছাতো। ঐ চোখ সমূহকে তুমি শাস্তি দিও না, যে সকল চোখ তোমার বাস্তব নিদর্শনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো। ঐ সকল পা-সমূহকে শাস্তি দিও না, যে সকল পা তোমার দ্বীনের খেদমতে চলাফেরা করতো। ঐ সকল হাতগুলোকে শাস্তি দিও না, যে সকল হাত তোমার রাসূল (সাঃ)-এর বাণীসমূহ লেখার ব্যাপারে নিয়োজিত থাকতো। হে আল্লাহ! তোমার মর্যাদা ও সম্মানের কসম! আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়ো না, কারণ জাহান্নামের অধিবাসীগণও জানতো যে, আমি তোমার দ্বীনের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলাম'।

www.amarboi.org

অচেনা গন্তব্যের যাত্রী আমি

ত্রিশ ঃ সবশেষে আবারও বলছি, একদম শূন্য হাতে অচেনা, অজানা, অপরিচিত অন্তহীন এক জগতের পথে নিঃসঙ্গ একাকী অবস্থায় যাত্রা হবে আমার। এই পথ ও জগতের জন্যে যে সম্বল, পুজি ও পাথেয় প্রয়োজন তা আমার নেই। প্রতি বছর রমজানে কা'বা শরীফে গিয়েছি, নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র কবরের পাশে দাঁড়িয়েছি। উভয় স্থানে অঝোরে কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছি। আমি আমার মালিকের কাছে বারবার আমার সকল ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছি। আমি জানিনা, আমার মনিব আমার জন্য ক্ষমা মঞ্জুর করেছেন কিনা। জানার কোনো উপায় নেই, আমার মনিব আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। এ প্রচন্ড ভয়-ভীতি, শঙ্কা, আশঙ্কা সেই সাথে এক বুক আশা নিয়ে আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। মহান মা'বুদ আমার মতো এক ক্ষুদ্র গোলামকে যদি ক্ষমা করে দেন তাতে তাঁর করুণার মহাসমুদ্র থেকে কিছুই কমতি হবে না– এটাই আমার একমাত্র আশা ভরসা। আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কেউ-ই তোমাদের দোয়ায় আমাকে ভুলে যাবে না। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত দোয়া এক পরম সান্ত্বনা।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِى لَايَخْفٰى عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ اَمْرِىْ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَاجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِىْ اِلَيْكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَلَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَالْخَائِفِ الضَّرِيْرِ دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهُ– اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَ كُنْ م بِىْ

www.amarboi.org

رَؤُفًا رَّحِيْمًا يَا خَيْرَالْمَسْؤُلِيْنَ وَيَا خَيْرَا الْمُعْطِيْنَ-

'হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, আমি কোথায় এবং আমার অবস্থা তুমি দেখতে পাচ্ছো। আমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয় তুমি অবগত রয়েছো। তোমার কাছে আমার কোনো বিষয়ই অজ্ঞাত নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, অসহায়, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি ভীত সন্ত্রস্ত, আমার ভুল-ত্রুটির জন্য আমি অনুতপ্ত লজ্জিত। আমি তোমার দরবারে সেভাবে অসহায়ত্ব পেশ করছি যেভাবে কোনো অপরাধী ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য বিনয় পেশ করে থাকে। আমি তোমাকে সেভাবে ডাকছি, যেভাবে একজন ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ডাকতে থাকে। এ ডাক এমন ব্যক্তির, যার গর্দান তোমার দরবারে নত হয়ে রয়েছে। যার চোখের পানি তোমার দৃষ্টির সম্মুখে ঝরে গড়িয়ে যাচ্ছে, যার দেহ-মন (আপাদ-মস্তক) তোমারই সম্মুখে অবনমিত, যার নাক তোমার সম্মুখে ধূলায় ধূসরিত। হে আল্লাহ! তুমি এমনটি করোনা যে, আমি তোমার কাছে চাওয়ার পরেও বঞ্চিত থাকি। আমার জন্য তুমি পরম করুণাময় দয়াবান হয়ে যাও। তুমি সেই মহান সত্তা, যিনি প্রার্থনাকারীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। (কানযুল উম্মাল, তাবারাণী)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، وَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، وَجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

'হে আল্লাহ! তওবাকারী, পবিত্রতা অর্জনকারী এবং যাদের ভীতিগ্রস্ত ও চিন্তান্বিত হতে হবে না– এমনসব সালেহীন বান্দাহ্দের মধ্যে আমাকে শামিল করে নিও।'

www.amarboi.org

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّى وَتَوَفَّنِى اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِّى-

'হে আল্লাহ! আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রেখো যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, আর তখনই আমাকে মৃত্যু দিও যখন মৃত্যুই আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়।'

نہ شاهی کی تمنّا اِس دل میں هیں

تخت کی خواهش نہ رکهتا ہوں میں

میں ادنی غلاموں میں تو صحیح

پهر ہو تو تمهارا- کافی ہیے

কাব্যানুবাদ ঃ *প্রভু আমার! নিশ্চয়ই জানো তুমি,*
ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের কোনো অভিলাষ
ছিল না কোনো কালে মোর অন্তরে।
শুধু বুকভরা আশা
একান্ত দয়া পরবশে
শামিল করে নিও মোরে
তোমার প্রিয় গোলামদের কাতারে।।

www.amarboi.org

افسوس

کھو بلبل کو لیجائے چمن سے آشیانہ اپنا

پڑھے گر صد ھزار آفسوں نہ ہوگا باغباں اپنا

ہوئی جب باغ سے رخصت کھا رو روکے یاقسمت !

لکھاتھا کہ یوں فصلِ گل میی چھوڑو آشیانہ اپنا

ندا آئی!

نہ تو نے گل کیا اپنا نہ بلبل باغباں آپنا

چمن میی کس بھروسے سے بنایا آشیانہ اپنا

আক্ষেপ!

কাব্যানূবাদ ঃ *বুলবুল পাখীকে বলো,*
ফুলের বাগান থেকে যেনো তার বাসা নিয়ে যায়;
কারণ, শত আশা করলেও
এ বাগান তো আর তার নয়!
বাগান থেকে চির বিদায়ের কালে
বলবে শুধু কেঁদে কেঁদে
এই ছিলো অদৃষ্টে মোর?
আওয়াজ এলো গায়েব থেকে
হঠাৎ করেই–
দুঃখ করে এখন কি লাভ!
এ বাগান, এ ফুল, এ সৌন্দর্য অপরূপ
এর কোনোটিই যখন তোমার নয়
এতো ঘটা করে তাহলে হেথায়
নীড় বেঁধেছিলে কোন্ ভরসায়?

www.amarboi.org

فریاد

آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کیلئے
بادلو ہٹ جاؤ دو راہ جانے کیلئے
رحم کر اپنا نہ عین کرم کو بھولجا
ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ ہمکو بھولجا
خلق کے رِندے ہوئے دنیاکی ٹھکرائے ہوئے
اے ہیں اب تیرے درپر ہاتھ پھیلائے ہوئے
خوارہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلّت میں ہیں
ہم سب کچھ ہیں لکین تیرے محبوب کے امت میی ہیں

ফরিয়াদ

কাব্যানুবাদ ঃ *মহান আল্লাহর করুণা লাভের প্রত্যাশায়*

বুকফাটা আর্তনাদ মোর
ধাবিত হচ্ছে আকাশ পানে
মেঘেরা ছেড়ে দাও পথ।
প্রভু হে! দয়া করা বিধান তোমার
আমি না হয় ভুলেছি তোমায়
তুমি ভুলোনা মোরে
যদিও ভেঙ্গেছি শপথ।।
দুনিয়ার সকল দুয়ার থেকে বঞ্চিত আমি
অবশেষে ভিখারীর বেশে
দু'হাত পেতেছি দুয়ারে তোমার।
আমার কৃত অপরাধের জন্য
আমি লজ্জিত আমি অনুতপ্ত
তোমার প্রিয় হাবীবের উম্মত আমি
এটাই শুধু ভরসা আমার।।

www.amarboi.org

সবশেষে আমার মহান রব-এর রহমতের দুয়ারে আমার করুণ মিনতি; কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত যাঁদের জন্যে প্রযোজ্য, একান্ত দয়া পরবশে এ অধম গোলামকে তাঁদের মধ্যে শামিল করে নিও।

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى اِلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِىْ فِى عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ-

'(মৃত্যুর সময় নেককার বান্দাহ্দের বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্ট চিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে; অতঃপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও (আর) আমার (অনন্ত) জান্নাতে প্রবেশ করো।' (সূরা ফজর, ২৮-৩০)

কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রিয় স্বজনেরা!

أَوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهَ وَالصَّبْرُ عِنْدَ مَرَضِيْ وَمَوْتِيْ وَأَنْ تَقُوْلُوْا خَيْرًا وَتُكْثِرُوْا لِيْ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَدُخُوْلِ الْجَنَّةَ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ-

'আমি তোমাদের সকলকে তাক্বওয়ার গুণাবলী অর্জন, আমার রোগ-ব্যাধি ও আমার ইন্তেকালে ধৈর্য্য ধারণ এবং কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনমূলক কথা বলার জন্য অসিয়্যত করছি। সেই সাথে অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তেগ্ফার করা, রহমত ও জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বারবার ধর্ণা দেয়ার জন্য অসিয়্যত করছি।'

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অফুরন্ত দয়ার একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

১০ই মুহররম

১৪২৯ হিজরী

২০শে জানুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী

www.amarboi.org

আমার অসিয়্যত